পাণ্ডব বিলাপ।

অর্থাৎ

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবিনাশ নাটক।

শ্রীবিহারীলাল চৌধুরী দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
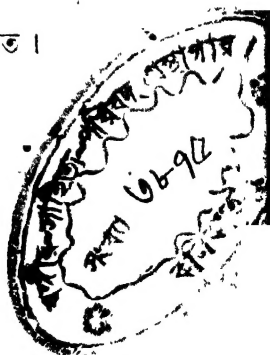
বি, পি, এম্‌স্‌ যন্ত্রে

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ-সমীপেষু।

হে মহানুভব মহাত্মগণ!

মৎকৃত এই ক্ষুদ্রকলেবর নাটকখানি খড়ার ও ঈড়পালা গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত ও হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহে ও যত্নে মহাত্মা কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদিত সৌপ্তিক ও ঐশিক পর্ব্ব অবলম্বনে প্রণীত হইল। এইখানি যে বিশুদ্ধস্বভাব কৃতবিদ্য পাঠক মহোদয়গণ স্নেহপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, ও পাঠ করিলে যে তাঁহাদের চিত্তপরিরঞ্জন হইবে, আমি এরূপ আশা করি না। তবে আমাদের আর্য্য জাতির পরম গৌরব মহাভারতের অংশবিশেষ বলিয়া যদি কেহ পাঠ করেন, এই মাত্র ভরসা। আমি যে জনসমাজে গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইব বলিয়া এই নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছি, এমত নহে। কেবল বহুদিন হইতে "কোন একখানি পুস্তক লিখিব" এরূপ বলবতী ইচ্ছা আমার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল; সংপ্রতি সেই জাগ্রত ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে আমি তদনুবর্ত্তী হইয়াই এই দুরূহ কার্য্যে যত্ন পাইয়াছি। জানি না সে যত্ন কত দূর সফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে প্রার্থনা, যদি এই নাটকখানি দোষাক্রান্ত হইয়া থাকে, (তাহা

হইবারই অধিক সম্ভাবনা) তাহা হইলে গুণগ্রাহী পাঠক সে দোষে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক গুণ কিছু আছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিলে চরিতার্থ হইব।

এ স্থলে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, এডুকেশন গেজেটের সুযোগ্য সহ-সম্পাদক ও মহাভারতের পদ্যানুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ সিংহ মহাশয় আমার প্রতি অনুকূল হইয়া বিশেষ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

নিবেদক
শ্রীবিহারীলাল চৌধুরী।
খড়ার।

পাণ্ডববিলাপ।

অর্থাৎ অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবিনাশ।

রঙ্গভূমি।

নট। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! কি অপূর্ব্ব সভানির্ম্মাণ হয়েছে! আমরা নানা স্থানে অভিনয় করে বেড়াই, কিন্তু এমন নয়নানন্দদায়িনী সভা ত কখন কোথাও দেখি নাই। আহা! সভার স্থানে স্থানে কেমন সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় দীপদাম কিরণবিক্ষেপপূর্ব্বক তমোরাশি বিনাশ কচ্চে, দীপকিরণে সুরম্য সমিতি কেমন স্বচ্ছতোয়া সরসীর ন্যায় শোভমান হয়েছে, সভাতলোপবিষ্ট সহৃদয় দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের বদনাম্ভোজ হাস্যযুক্ত হয়ে বিকসিত কমল সদৃশ কেমন মোহনীয় শ্রী ধারণ করেছে। আহা সভারচয়িতার অতি অলোকিক কার্য্যনিপুণতা। সুকৌশলে উপযুক্ত দ্রব্য সকল যুথাস্থানে সন্নিবেশিত করে পারিপাট্যের কি পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত করেছে। আমি বিবেচনা করি, এ সভা ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রের সভার সমকক্ষ হয়েছে। তা যা হোক্, এরূপ নয়ন-প্রীতিকরা সমিতি আর ধরাতলে নয়নগোচর হয় না। কিন্তু

কি আশ্চর্য্য, এই লোচনানন্দদায়িনী সর্ব্বজনমনোহারিণী কমনীয় সুবিস্তীর্ণ সভা বারংবার দর্শন করেও যে আমার নয়ন তৃপ্ত হচ্ছে না, ইহার কারণ কি? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ওঃ আমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ত আর দ্বিতীয় নাই! আমি এটিও অনুভব কর্ত্তে পার্লেম না যে, যার অঙ্গস্পর্শে আমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়, যেআমার মন ও নয়নের সম্পূর্ণ প্রীতিদায়িনী, সেই চন্দ্রাননা প্রেয়সী যখন এ সভায় উপস্থিত নাই, তখন সামান্য বস্তুর ন্যায় চাকচক্যশালি সভা কি আমার তাদৃশ নয়নপ্রীতিকরী হতে পারে? যাহা হউক, প্রিয়াকে এক বার এখানে ডাক্তে হলো। (উচ্চৈঃস্বরে) কৈ প্রেয়সি, এখনও কি তোমার সাজগোচ করা হয় নাই? এক বার এ দিকে আস্তে হচ্ছে যে; এই সভাস্থিত মহান্ ব্যক্তিগণ তোমার মুখচন্দ্রমার বাক্যরূপ সুধাপান-মানসে চকোর পক্ষীর ন্যায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রয়েছেন, অতএব এক বার এখানে আগমন করে ইঁহাদের চিত্ত পরিরঞ্জন কর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

এস হৃদয়রঞ্জিনী, ও প্রাণপ্রেয়সি, গজেন্দ্রমন্দগমনে সুলোচনে সুধাভাষী॥ তব মুখে মৃদু হাসি, আমি বড় ভাল বাসি, যে হাসিতে এ অধীনের গলেতে দিয়াছ ফাঁসি।

তব বাক্যমধুপানে, উৎসুক সভাস্থ জনে, যেন সুধাংশুর সুধা পানে চকোর অভিলাষী॥

(নেপথ্য হইতে গীত।)

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

প্রণয় পরম ধনে কে জানে রসিক বিনে। প্রাণসমান ক'রে রসিকে রাখে যতনে॥

নট। হাঁ ঐ না আস্‌ছেন!! বটেই ত! এই দিকেই-আসা হচ্ছে দেখ্‌ছি। আহা হা!! প্রেয়সীর আমার কি সুধা সংশ্লিষ্ট স্বর! শ্রবণ করে শ্রবণেন্দ্রিয় পরম পরিতৃপ্ত হচ্ছে। বা! বলিহারি যাই!

(নটীর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও গীতের অবশিষ্ট)

অপ্রণয়ী যেই জন, সে কি জানে প্রণয় কি রতন, সদা করে অযতন অন্ধ যেমন দর্পণে।

ভূতলে থাকিতে বারি, চাতকে না পান করি, যাচয়ে বারিদে বারি, অনিবারি উচ্চ স্বরে॥

নট। অয়ি! মদ্‌গৃহরীতিনীতিপ্রকাশিকে! দেখ দেখি এই সভাটী কেমন সুসজ্জিত হয়েছে।

নটী। নাথ! এটী সর্ব্বোৎকৃষ্টই হয়েছে। একপ সমতি প্রায় কখন আমাদের নয়নগোচর হয় না।

নট। প্রাণাধিকে। এটী সর্ব্বজনমনোহারিণী হয়েও আমার নয়নানন্দ জন্মাইতে পারে নাই, কেন বল দেখি?

নটী। প্রিয়তম! তোমার যে কি নিমিত্ত ইহা নয়নরঞ্জন হয় নাই, তা আমি আর কি ক'রে জানব?

নট। প্রিয়ে! এত ক্ষণ তুমি এ সভায় উপস্থিত ছিলে না, তাতেই আমার এ সকল ভাল লাগ্‌ছিল না। সম্প্রতি তুমি আগমন করাতে এই সভাই অতি প্রীতিকরী হচ্ছে।

নটী। নাথ! এ কেবল আপনার ভালবাসার কথা।

নট। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই সভাস্থিত অভিনয়প্রিয় মহাত্মগণ যে আমাদের অভিনয় শ্রবণে একান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ কচ্ছেন, তা—এঁদের মনস্তুষ্টির জন্য কোন্ প্রবন্ধটীর অভিনয় কল্লে ভাল হয়, বল দেখি।

পাণ্ডব বিলাপ।

নটী। তা আমি কি বল্‌ব। আমি মেয়ে মানুষ কিই বা জানি। যাতে আপনি সকলের চিত্তরঞ্জন কর্ত্তে পারেন, সেই বিষয়েরই অভিনয় করুন।

নট। হৃদয়রঞ্জিনি! এ যে তোমার ছেঁদো কথা; তুমি আবার জান না কি? প্রাণবল্লভে! আমি ত বেশ জানি, তুমি যা না জান তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও জানেন কি না সন্দেহ, তা অন্যের কথা দূরে থাক্‌।

নটী। নাও আর বিদ্রূপে কাজ নাই।

নট। নিতম্বিনি! তুমি কি বিরক্ত হলে? যাক্‌ ও সব কথা থাক্‌। বল্‌তে কি, আজ কাল নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি, তাতে কোন নাটক অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচন করা ভার। এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করা; আচ্ছা! সেই "পাণ্ডববিলাপ" অর্থাৎ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবিনাশ নামক যে অভিনব নাটক খানি হয়েছে, সেই খানির অভিনয় কর্লে ভাল হয় না?

নটী। হেঁ তা বেশ হবে। উটীতে বড়ই করুণ রস রয়েছে; বোধ করি, উহার অভিনয় সকলেরই হৃদয়রঞ্জন হতে পারে।

নট। তবে তারই অভিনয় করা যাক।

রাগিণী বারঙা—তাল ঠুংরী।

ভাব রে মন দিবা যামিনী। শ্বেতাম্ভোরুহবাসিনী বাণীর চরণ দু খানি॥ শ্বেতাম্বরা বীণাধরা, ত্রিপুরেশী পরাৎপরা, অজ্ঞানতিমিরহরা, শ্বেতবরণী। জ্ঞানা-ঞ্জনপ্রদায়িনী, ত্রিনয়নী ত্রিভঙ্গিনী, বিদ্যা-প্রসবিনী, শ্রীশমনোমোহিনী॥

(উভয় পার্শ্ব দিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া পতিত।

(নিবিড় তমসাচ্ছন্ন নিশাতে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

অশ্ব। (ব্যগ্রতার সহিত) কৈ মহারাজ কুরুকুলচূড়ামণি কোথায় ?

দুর্য্যো। হায় ! এমন সময় আর কে আমায় কুরুকুল-চূড়ামণি বলে ডাকে।

অশ্ব। মহারাজ ! আপনকার চিরপরিপালিত অশ্বত্থামা।

দুর্য্যো। হা ! সখে অশ্বত্থাম ! এই ক্ষত্রকুলগ্লানি নরাধম দুর্য্যোধনের প্রতি আর বিনয়বাক্য বিন্যাস কর কেন ? এ পাপাত্মার যেরূপ পাপ, তদুপযুক্তই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। হায় ! আমি যে জন্মাবধি হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ হয়ে পাণ্ডবদিগের প্রতি নানাবিধ নিষ্ঠুরাচরণ করেছি, এক্ষণে তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হলেম। সখে ! আমি আগে জান্‌তেম যে বাহুবলই বল। কিন্তু তদপেক্ষাও যে দৈববল দুর্জ্জয়, তাহা জান্‌তেম না। হায় ! মনুষ্য বৃথা পৌরুষাভিমানী হয়ে আপনাকে যে বীরপুরুষ ব'লে পরিচয় দেয়, তাহা কেবল মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র। অথবা মূঢ়তা প্রকাশই বা বলি কেন ? স্বীয় ভুজবীর্য্য ব্যতিরেকেও কোন কার্য্য সফল হয় না। তবে হিংসায় পাপ, পাপে ধ্রুব মৃত্যু। আমি বাল্যাবধি ঈর্ষাদ্বেষেই পরিপূর্ণ ছিলাম ; সুতরাং এক্ষণে মনস্তাপ প্রভৃতি সহজেই তার ফলভোগ কর্ত্তে হল।

অশ্ব। মহারাজ ! আপনি অনবধানতা প্রযুক্তই ত ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হলেন্ ; প্রথমেই যদ্যপি আমাকে সৈনাপত্যে বরণ কর্ত্তেন, তা হলে কি আর এ মনস্তাপ কর্ত্তে হয় ?

এত দিন কোন্ কালে পৃথিবীকে অপাণ্ডব কর্ত্তেম। তা আর কি বল্ব? আপনি অচলরাজ হিমাচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি হয়েও, লঘুবুদ্ধি হয়েছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে মুহূর্ত্ত কাল মাত্রও বিলম্ব না ক'রে, আমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন্। আমি ক্ষণমধ্যেই সেই পাপাশয় পাণ্ডবদিগের হিরণ্ময়-উষ্ণীষশোভী মুণ্ড আনিয়া আপনাকে বিগতজ্বর করি।

দুর্য্যো। (রোরুদ্যমান হইয়া) প্রিয়সখে! আর তুমি আকাশকুসুমবৎ অলীক বাক্য সকল বল্‌ছ কেন? ক্ষমা কর; আমি এই স্বল্প কাল মাত্র পাণ্ডববিনাশের আশারূপ পাদপের শিখর হতে অবতরণপূর্ব্বক নৈরাশ্যতরুর শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ কর্ছি; আর আমায় উত্তেজনাবাক্যে যন্ত্রণা প্রদান ক'র না; হায়! যার সুসদৃশ বীর সমগ্র ধরিত্রী-মধ্যে পাওয়া যেত না, যিনি শরাসনে জ্যারোপণ কর্লে স্বয়ং পুরন্দরও কম্পিত হতেন; সেই অপ্রতিহতপ্রভাব পিতামহ ভীষ্ম, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য দ্রোণ, বীরনামের সার্থকতা সম্পাদনকারী মহাশূর অঙ্গরাজ্যাধিপতি প্রিয়সখা কর্ণ, কৃতান্ত-সদৃশ মদীয় শত সহোদর, এবং অন্যান্য বীরকুলচূড়ামণি আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি যখন সমরসাগরে নিমগ্ন হয়ে দিব্য লোকে গমন করেছেন, তখন তুমি যে আমার নিমগ্ন আশাকে উদ্ধার কর্ব্বে, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে?

রাগিণী কাফিসিন্ধু—তাল আড়খেমটা।

অহে প্রিয় সখে। তোমায় বিনয় করি আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। আকাশকুসুমসম অলীক বাক্য বল না॥

পঞ্চ পাণ্ডব নিহনন আশাতরু হতে এখন করিয়ে অবরোহণ, নৈরাশ্যতরুর তলে আছি বিশ্রাম করে কামনা।

যত আশা ছিল মনে, পরিণত অকারণে, হল অদৃষ্ট গুণে ; মনেতে রহিল মম যত বাসনা॥

কেবা আছে এ সংসারে, পাণ্ডবে বিনাশ করে, যাদের শরনিকরে পিতামহ আদি কবি মৈল যত বীর জনা।

দুখানলে দহে হৃদয়, ক্ষমা কর করি বিনয়, প্রাণ বহির্গত হয় ; বাক্যস্তো-ভতি দিয়ে, আর শোকানল দ্বিগুণ কর না॥

অশ্ব। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি এইটীই কি নিশ্চিত কল্লেন যে, আমি চাটুকারের ন্যায় অপলাপবাক্য সকল আপনার নিকট বল্‌ছি। মহারাজ! বোধ করি, আপনি আমার শৌর্য্য বীর্য্য সমগ্র অবগত নন। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সমরসাগরে অব-গাহন কর্‌লে এই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে দেবদেব শশিমৌলি ভিন্ন অপর কোন দেব, কি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা নর মধ্যে এমন কেহই নাই যে মদীয় শরবেগ সহ্য কর্ত্তে পারে। আমার এই যে উন্নত শাল তরুর ন্যায় সুদীর্ঘ বাহুযুগল, ইহা কেবল শরীরশোভার নিমিত্ত নহে, এই হস্ত শত্রুদমন জন্যই রয়েছে। আমি ত্বদীয় অন্নে বর্দ্ধিত হয়েছি ব'লেই আপনার উপকার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি। নচেৎ কে কোথায় অন্যের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। (কোপচিহ্ন প্রকাশ পূর্ব্বক) রে দুরাত্মন্ যুধিষ্ঠির! তুই নাকি ধার্ম্মিক, তুই "আমার নিধন" রূপ মিথ্যাবার্ত্তা পিতার কর্ণগোচর ক'রে তাঁর বলবীর্য্য হরণ কল্লি, রে পাপাচারী ধৃষ্ট-দ্যুম্ন! রে পামর! রে ব্রহ্মঘাতিন্! তোর কি ব্রহ্মবধে কিছুমাত্র ভয় হলো না। তুই অন্যায় সমরে আমার বৃদ্ধ পিতাকে নিধন করেছিস্। রে নরকপ্রিয়! যাবৎ তোর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক সবাস্প রুধিরে পিতার তর্পণ কর্ত্তে না পারি, তাবৎ আমার পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ অপসারিত হবে না। দুষ্ট! এখনই যদি মহারাজ সুযোধনের অনুজ্ঞা পাই, তা'হলে কুরুকুলাঙ্গার

চাটুভাষী পাণ্ডবদিগের সহিত মুহূর্ত্তমধ্যেই তোকে শমনমন্দিরে প্রেরণ করি।

দুর্য্যো। (স্বগত) গুরুপুত্র যা বলচেন এতে ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস হচ্ছে না। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) বিশ্বাসই বা না হবে কেন? উনিও ত একজন সামান্য বীর পুরুষ নন, মনে কর্লে অমন কত শত ভীমার্জ্জুনকে এক শরাঘাতে কালকবলে দিতে পারেন। তা পূর্ব্বেই ইহাকে সেনাপতি পদে বরণ না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যাহা হউক, আমার ত মুমূর্ষু দশা উপস্থিত। এক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব্বেও যদি পাণ্ডবদিগের বিনাশ দেখ্‌তে পাই, তা'হলেও যথেষ্ট হয়। অতএব যুদ্ধার্থে অনুমোদন করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া (প্রকাশ্যে) হে সমরকুশল গুরুপুত্র! সংপ্রতি ক্রোধাবেগ সংবরণ করুন্। আচার্য্য মহাশয়! আপনি শীতল সলিল আনয়ন করুন, তদ্দ্বারা অরাতিনিপাতন অশ্বত্থামাকে শত্রুঘাত সমরে বরণ করি।

কৃপা। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে বারি আনয়নার্থ গমন করি।

(প্রস্থান।)

(ক্ষণ বিলম্বে জল লইয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

কৃপা। মহারাজ! রণভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানে ত তড়াগ প্রভৃতি কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। কিন্তু যুদ্ধের সময় সৈনিকদিগের পানার্থে যে জল আনা হয়েছিল, এক্ষণে তাহাই আনয়ন করেছি, এই নিন্। (বারি পাত্র স্থাপন)

দুর্য্যো। গুরুপুত্র আমি ত উত্থানশক্তিরহিত হয়েছি। আপনি আমার সম্মুখে উপবেশন করুন্। আপনাকে যুদ্ধার্থে অভিষেক করি।

অশ্ব। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(দুর্য্যোধন-সমীপে অশ্বত্থামা আসীন)

দুর্য্যো। (বারিপূর্ণ হস্তে) হে মহাশূর অশ্বত্থাম! আমি তোমায় পাণ্ডববিনাশ জন্য যুদ্ধে বরণ ও প্রেরণ করি। তুমি স্বীয় ভুজবলে স্বকার্য্য সাধন করে ত্বরায় প্রত্যাগত হও। (এই বলিয়া করস্থিত বারি অশ্বত্থামার অঙ্গে বিক্ষেপপূর্ব্বক গীত)।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

বরি অনুমতি সখে যাও হে সমরে। সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তোমার হবে নিজ বাহু-বলে ॥

আপন কার্য্য সাধনে, ব্যথিত না হবে মনে, নিপুণতা সহ রণে নাশিবে পাণ্ডব শূরে।

তব সম সমরেতে, কেবা আছে এ মহীতে, পরাভব ত্রিদিবেতে, অন্যে কি করিতে পারে।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—পাণ্ডবশিবিরদ্বার—ত্রিশূলহস্তে ভগবান্ ভূতভাবন
মহাদেব দ্বারিবেশে দণ্ডায়মান।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

অশ্ব। (গম্ভীর স্বরে) অয়ে প্রতিহারি! ত্বরায় দ্বার হতে অপসৃত হও। নচেৎ এক মুষ্ট্যাঘাতেই তোমায় আমি শমন-সদনে প্রেরণ কর্ব্ব।

দৌবারিক। তুমি কে হে যে, তোমায় এই নিবিড়-তমসাচ্ছন্ন নিশাতে দ্বার ছেড়ে দিব? মহাশূর পাণ্ডবগণকর্তৃক আমি অনুজ্ঞাত হয়ে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রয়েছি; তাঁদের অনুমতি ভিন্ন তোমার বাক্যে কখন দ্বার ছাড়্তে পারি না।

অশ্ব। কি পাপিষ্ঠ নরাধম! আমার বাক্যে দ্বার ছাড়্বি না। তুই এখনও জানিস্ না, যে এই বজ্রসদৃশ দৃঢ় মুষ্টিতে তোর মস্তক চূর্ণ হবে! দুষ্ট! আমি এখনও বল্‌ছি যদি তোর মৃত্যুবাসনা না থাকে, তবে ত্বরায় দ্বার ছাড়ে দে।

দৌবারিক। (কৃত্রিম কোপে) আঃ পাপ দুরাত্মন্!! আমার মৃত্যু এ কথা আননে উচ্চারণ কর? ...শুমতে! আমি তোমায় অভয় দিতেছি, যদি স্বীয় জীবনের প্রতি মমতা থাকে, তবে এই দণ্ডেই প্রস্থান কর্। নচেৎ সৈনিকগণ নিদ্রোত্থিত অথবা আমিই রোষাবিষ্ট হলে তোকে অচিরেই শমনভবনে গমন কর্ত্তে হবে।

অশ্ব। পামর! তোর কি মনের মধ্যে কিছু শঙ্কা হলো

না। তুই শৃগাল হয়ে সিংহের সহিত বিবাদ ইচ্ছা কচ্ছিস। নরাধম! তবে দেখ, তোরে এক মুষ্ট্যাঘাতেই যমালয়ে প্রেরণ করি।

(এই কথা বলিয়া দ্বারিরূপী মহাদেবের অঙ্গে প্রহার)

দৌবা। রে নরকীট মূঢ়মতে! তুই যথাসাধ্য আমাকে প্রহার কর্।

অশ্ব। (উপর্য্যুপরি প্রহার করিয়া স্বগত) বা এ বেটার শরীর কি লৌহে নির্ম্মিত না কি? আমার যে বজ্রসম মুষ্টিতে কত শত গিরিচূড়া চূর্ণ হয়েছে, এ বেটা তা অনায়াসে সহ্য কল্লে! তাই ত একি মনুষ্য নয়? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) যা হউক ইনি দেবতাই হউন বা মনুষ্যই হউন, আমি অনায়াসে ছাড়্‌ব না। (এই বলিয়া বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় শরবৃষ্টি আরম্ভ।)

দৌবা। (অব্যথিত হৃদয়ে) দুষ্ট! আর কতগুলি আছে নিক্ষেপ কর।

অশ্ব। (স্বগত) হায়! আমি কার সহিত যুদ্ধ কচ্ছি? এ যে আমার প্রক্ষেপিত শরনিকর অনায়াসে গ্রাস কচ্ছে, (তূণ মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া) আঁ আমার শরপরিপূর্ণ তূণ যে শূন্য হলো! তবে ইনি কে? হয় কোন দেব কিম্বা ঐন্দ্রজালিক হবে, নতুবা মদীয় বাণ সহ্য করে কার সাধ্য? (ক্ষণেক ভাবিয়া) যা হউক অগ্রে ইহার পরিচয় লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে। (করস্থ ধনু ভূমে নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলি প্রকাশ্যে) হে মহাত্মন্! আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক অধীনকে আত্মপরিচয় প্রদান করুন। হে বীরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য ও দেবের মধ্যে প্রায় এমন কেহ নাই যে, মন্নিক্ষিপ্ত শরাঘাত অনায়াসে সহ্য [illegible]

আমার সন্দেহ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি ঐশ্বরিক ক্ষমতাযুক্ত বা স্বয়ং দেবাদিদেব ভূতপতি।

দৌবা। দ্রোণপুত্র! আমি ত্বদীয় বিক্রম দর্শনে তুষ্ট হ'য়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কল্লেম। যদি পরিচয় দিতে হয়, তবে আমিই সেই ভবানীপতি। এক্ষণে পাণ্ডবদের বশে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত।

অশ্ব। (কণ্টকিতকলেবরে) হে জগৎশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ! হে পার্ব্বতীকান্ত! হে ভবেশ! অধীনের প্রতি কৃপা করুন। হে মৃত্যুঞ্জয়! এক বার দয়াপ্রকাশে দ্বার-অবরোধে বিরত হউন; আমি স্বকার্য্য সাধন করে প্রতিজ্ঞাপূরণ করি।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কৃপা কর হে মহেশ করুণানিধান। ভক্তবৎসল প্রভু বিভূতিভূষণ॥
হে বিভু বিশ্বরঞ্জন, বিশ্বনাথ বিশ্বপালন, আদিদেব নিরঞ্জন, হে ভবতারণ।
হরহর বীরেশ্বর, হে কেদার বিশ্বেশ্বর, কর অবারিত দ্বার, পুরাও মনস্কাম॥

মহাদেব। হে দ্রৌণি! এমন অন্যায় প্রার্থনা কর কেন? আমি যখন পাণ্ডবগণের প্রতি অনুকূল হয়ে তাদের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছি, তখন তাঁদের বিনানুমতিতে তোমায় কিরূপে দ্বার ছেড়ে দিব। বৎস! তুমি এই ভয়াবহ প্রার্থনা পরিত্যাগ করে, অন্য যে কোন প্রার্থনা কর; আমি এই দণ্ডেই তাহা সুসিদ্ধ কর্ব্ব।

অশ্ব। (গলদশ্রুলোচনে) হে সর্ব্বশক্তিমন্ অচিন্ত্য অনাদি অনন্ত! আমি অন্য কোন অভিলাষ করি না। হে ব্যোমকেশ, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। হে দিগম্বর! আমায় অভয় প্রদান কর, হে জটাজূটবিভূতিমালি! তুমি এই বিশ্বের একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। হে ত্রিপুরনিসূদন! তুমি সেই দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরে বিনাশ করে জগতের মহদুপকার সাধন করেছ;

হে ত্রিশূলপাণে! তোমারই অনুজ্ঞায় সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়াস্ত হচ্ছে। তোমারই অনুগ্রহে জনগণ নানাবিধ সুখানুভব করে। হে প্রভো! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল; তুমি দিবা ও রজনী; তুমিই আকাশ, অগ্নি, জল, বায়ু, ব্যাধি ও ঔষধ; তুমিই সৃষ্টি কারক, প্রতিপালক এবং সংহারক। তোমার কৃপাবলেই মঘবা সুরেশত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তুমিই পরমপদ ও একমাত্র সনাতন ব্রহ্ম। হে শশাঙ্কশেখর! হে বাঘাম্বরধারি! হে বিশ্বেশ্বর; চতুর্দ্দশ ভুবন তোমারই লোমকূপমধ্যে বিরাজমান রয়েছে। হে পশুপতে! আর আমায় বিড়ম্বনা কর্ব্বেন না। আমি তোমারই শরণাগত। হে পরম পিতঃ! বেদে কথিত আছে যে, যে তোমার শরণাগত হয়, তুমি তার সর্ব্বপ্রকারে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি শত্রুবিনাশ জন্য আপনকার অনুগ্রহ প্রার্থনা কচ্ছি, এই অনুগ্রহাভিলাষী জনে অবারিত দ্বার ভিক্ষা দিয়ে ইহার বলবতী আশা পরিপূর্ণ করুন্। হে গঙ্গাধর! আমি ভবদীয় অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কখনই শত্রুবিমর্দ্দন কর্ত্তে পার্ব্ব না; অতএব মৎপ্রতি অনুকূল হয়ে এক বার দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ কর্ত্তে দেন।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

হর হর হর দুঃখ হর, হে শঙ্কর, পরাৎপর পরমেশ আশুতোষ দিগম্বর॥
জটামুণ্ড [illegible], হে মহেশ হেমকেশ, হে উমেশ ত্রিলোকেশ, ত্রিদশ-প্রধান; হে গিরিশ কৃত্তিবাস, হে যোগেশ হে ভবেশ, দক্ষাধ্বরধ্বংসকারী, ভোলানাথ দেবেশ্বর।
জয় শিব মহাদেব, পশুপতি ভৈরব, হে বরদ দেবদেব, বৃষভবাহন; হে ঈশান ত্রিলোচন, হে ত্রিপুরনিসূদন, হে নীললোহিত হর, স্মরহর গঙ্গাধর॥

মহা। বৎস আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি যে, পাণ্ডবদিগের অনুমতি ভিন্ন দ্বার ছাড়্তে পারব না।

অশ্ব। হে কৃপানিধান মহেশ! যদ্যপি নিশ্চয়ই আমায় দ্বার না ছাড়্বেন, তবে সম্মুখে ব্রহ্মবধ দর্শন করুন্, আমি ভবৎ সমীপে এই জীবনকে বিনাশ কর্ব্ব, (এই বলিয়া ধনুকে শরসংযোগপূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদনে উদ্যত।)

মহা। (অশ্বত্থামার হস্ত ধারণ করিয়া) বৎস ক্ষান্ত হও! আর জীবন বিনষ্ট কর্ত্তে হবে না। আমি সন্তুষ্ট হলেম; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

অশ্ব। হে পার্ব্বতীকান্ত! যদি মৎপ্রতি সদয় হয়ে থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভবদীয় করস্থিত অসিটী প্রদান করুন্ ও দ্বার হতে অন্তর্হিত হউন্; এই দুইটি প্রার্থনা মাত্র পরিপূরণ করুন্।

মহা। বৎস! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি বলেই, তোমাকে অসি ও দ্বার ছেড়ে দিলাম; এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।

(মহাদেবের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—পাণ্ডব শিবির।

[শয়নগৃহে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি নিদ্রিত।]

(অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

অশ্ব। (কৃপাচার্য্যের প্রতি) মাতুল মহাশয়! আপনারা উভয়ে অস্ত্রশস্ত্র লয়ে দ্বার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকুন; দেখবেন, যেন দ্বারাভ্যন্তরে একটী পিপীলিকাও প্রবেশ কর্ত্তে না পারে। আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই অভিলষিত কার্য্য সমাধা করে আস্‌ছি।

কৃপা। বৎস অশ্বত্থাম! আমি একটী সদুপদেশ তোমায় বল্‌তেছি; অবহিত হয়ে শ্রবণ কর। দেখ তাত! তুমি যে পাণ্ডববিনাশ জন্য উদ্যতায়ুধ হয়েছ, এটী আমায় ভাল বুঝাচ্ছে না, কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই নিদ্রিত; প্রাণিমাত্রও জাগ্রতাবস্থায় নাই। বিশেষতঃ নিদ্রিত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করা যে কতদূর অসৎ কার্য্য, তা তুমি সমস্ত অবগত আছ। শাস্ত্রে "ভয়ার্ত্ত, শরণাগত ও নিদ্রিত এই তিন ব্যক্তিকে সংহার কর্ব্বে না" পুনঃ পুনঃ এরূপ নিষেধ করে গিয়েছে। যে কেহ এই শাস্ত্রানুশাসনের বশবর্ত্তী না হয়ে বিগর্হিত কার্য্য করে, তাকে পরকালে নিরয়গামী হতে হয়, আমি তৎপ্রযুক্তই বলিতেছি, তুমি এই দুরভিসন্ধি হতে নিবৃত্ত হও। দেখ দ্রৌণি পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ মহাধার্ম্মিক, আর ক্রূর দুর্য্যোধন অতিশয় হিংসাদ্বেষী

ও পাপাত্মা, তার যেরূপ কর্ম্ম তদুপযুক্ত ফলই সে প্রাপ্ত হয়েছে। এই জন্য তোমার রোষাবিষ্ট হওয়া ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কুরুকুল-চূড়ামণি পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করা ভাল হয় না। বৎস! মহারাজ দুর্য্যোধন ত্বদীয় পিতার যেরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ পাণ্ডবগণ তদপেক্ষাও অধিকতর অনুরাগভাজন ছিলেন। সুতরাং তোমার পক্ষে কেহ ন্যূনাধিক না হউক, উভয়েই তুল্যরূপ বটে। যদি বল যে, চিরদিন তুমি মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত হয়েচ, তেমন তার সপক্ষে তুমি প্রাণপণে যুদ্ধও করেছ; অতএব এক্ষণে পাণ্ডববিনাশার্থ প্রতিজ্ঞাকে হৃদয় হতে দূরীভূত করে প্রতিনিবৃত্ত হও। বৎস দ্রৌণি! যখন ভগবান্ গোবিন্দ আপনি পাণ্ডবদিগেব সহায় আছেন, তখন তাঁদের অনিষ্টচেষ্টা করা বৃথা; কোন প্রকারেই তাঁদের পরাভব কর্ত্তে পার্ব্বে না। সত্য মিথ্যা সমরস্থলে যুদ্ধ করে দেখেছ ত। আর তুমি যে তস্করের ন্যায় গমন করে অন্যায়পূর্ব্বক নিদ্রিতগণকে বিনষ্ট কর্ব্বে, ইহা নিতান্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। হে তাত! তোমায় অধিক কি বল্ব। তুমি যে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তা'ত নও; বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত মর্ম্মই জ্ঞাত আছ। অতএব আজ সৎপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসৎ পথে পদার্পণে ইচ্ছুক হতেছ কেন? বৎস ক্ষান্ত হও, এরূপ অসমসাহস কর্ম্মে বিরত হও; চল, এক্ষণে সেই কুরুপ্রবীর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করি। তিনি যেমন অনুজ্ঞা কর্ব্বেন, আমরা সেই মতই কার্য্য কর্ব্ব।

অশ্ব। (রোষকষায়িতলোচনে) হে বীরকুলগ্লানি! হে ভীরুস্বভাব, হে অত্যল্পবুদ্ধে! তোমার কি এই হিতোপ-

দেশ প্রদান করা হলো? কাপুরুষ! যদি তোমার জীবনের প্রতি এতই আশঙ্কা হয়ে থাকে, তবে তুমি সর্পভীত ভেকের ন্যায় এই দণ্ডেই প্রস্থান কর। আমি তোমার কিছুমাত্র সাহায্য ইচ্ছা করি না। হে কুমতে! এই কি তোমার উপদেশ-বাক্য? আমি ভূদেব হয়ে আর্য্য ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বন করেছি, সেই ধর্ম্মানুসারে বলে বা কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক শত্রুসংহার কর্ব্ব। পাপ ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যায়েতে আমার বৃদ্ধ পিতাকে নিধন করেছে; সেই ক্রোধানলে অদ্যাপি আমার চিত্তকানন দগ্ধ হচ্ছে। আমি যাবৎ সেই পাপমতি নররাক্ষস দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক দ্বিধা কর্ত্তে না পারি, তাবৎ কিছুতেই আমার ক্রোধের শান্তি হবে না। হে নিন্দাস্পদ! তোমার যেরূপ শক্তি, তদনুরূপ বাক্যই বলিতেছ; আমি তোমার ন্যায় হীনবীর্য্য ও কাপুরুষ নই যে, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে বিমুখ হবো; মাদৃশ জনের প্রতিজ্ঞাপালনই সনাতন ধর্ম্ম। হে ভয়াতুর! তুমি বারম্বার মৎসমীপে মিত্রের নিন্দা ও শত্রুর প্রশংসা করছ, ইহা কোন্ ব্যক্তি সহ্য কর্ত্তে পারে? কি বল্‌ব, তুমি মাতৃসোদর; তা নৈলে এই তীক্ষ্ণধার অসিদ্বারা এখনি তোমার মস্তক বিভিন্ন কর্ত্তেম।

কৃপা। (সভয়ে) তাত অশ্বত্থাম! হিত বাক্যের ফল যদি বিপরীত হয়, তবে আমি আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি না; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমরা দ্বার রক্ষার্থে চল্লেম।

(কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।)

অশ্ব। (ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিদ্রিত দেখিয়া) বাঃ এ যে দৈবকর্ত্তৃকই সমস্ত কার্য্য সুসিদ্ধ

হয়ে রয়েছে। আমার ত আর সমরাদি কোন প্রকার বৃথা কষ্ট সইতে হলো না; ঈশ্বরেচ্ছায় বিনা কষ্টেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। (এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) রে দুরাচার দুষ্টমতে! তুমি না এক খড়্গাঘাতে পুত্রবিরহকাতর আমার একমাত্র আশাপাদপকে নিহত করেছিলে? রে ব্রহ্মঘাতিন্! এক্ষণে তোয় কে রক্ষা করে? দুষ্টাধম! আর এক বার বীরত্ব প্রকাশ কর্! (করস্থ অসির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) রে পামর! তুই যেমন শোকোপহতচেতন পিতাকে অসিদ্বারা দ্বিখণ্ড করেছিলি, তদ্রূপ আমি তোরে এই দণ্ডেই এই অসির আঘাতে বিনাশ কর্ব্ব; নরাধম, জানিস্ না। তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা হয়েছিল যে, তুই ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ সমস্ত রাজমণ্ডলীর অদ্বিতীয় উপদেষ্টা মদীয় পিতা আচার্য্য দ্রোণকে নিধন করিস্? রে নরকুলাধম! যে পাণ্ডবদিগের বীর্য্যে বীর্য্যবান্ হয়েছিলি, সেই দুষ্টগণ এখন কোথায়? এই সাক্ষাৎ লোকান্তকারী কৃতান্তসদৃশ অশ্বত্থামার হস্ত হতে তোকে এখন আসিয়া রক্ষা করুক্। (অসি উত্তোলনপূর্ব্বক) রে নীচাশয়! এই তোর অন্তিম কাল উপস্থিত, এক বার মনে মনে সেই পাণ্ডবকুলকলঙ্কদিগকে শরণ কর্।

ধৃষ্ট। (কৃতান্তের দ্বারপালের ন্যায় অশ্বত্থামাকে অসি উত্তোলন করিতে দেখিয়া সভয়ে) হে বীরচূড়ামণি অশ্বথাম! আপনি অন্যায়পূর্ব্বক আমায় সংহার কর্ব্বেন না, মুহূর্ত্তেক অবসর দিন, আমি সশস্ত্র হই। হে বীরবর! আমি নিশ্চয়ই তোমার এই শাণিত খড়্গে নিহত হব, কিন্তু বিনা যুদ্ধে আমায় নিধন কর্ব্বেন না। শ্রুত আছে, সম্মুখসংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ

কল্লে দিব্য লোকে গমন হয়; অতএব বিনয় করি, এক বার অনুকম্পাপূর্ব্বক আমায় সশস্ত্র হতে দাও।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ক্ষমা কর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বীরবর। সশস্ত্র হইয়া আসি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।
তব সহ আজি রণে, নিশ্চয় মরিব প্রাণে, তাই বলি অন্যায়েতে, করো না সংহার; হে অরাতিনিপাতন, দেহ এই ভিক্ষাদান, অস্ত্র শস্ত্র লয়ে রণ, করিব সহ তোমার॥

অশ্ব। (রোষকষায়িতলোচনে) রে নররাক্ষস নরকপ্রিয়! রে কৃতঘ্ন! রে পরম বৈরি! তোর এখন বলবীর্য্য কোথায়? ধৃষ্টচূড়ামণি! তোর সানুনয় বাক্যে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় দ্রবীভূত হয়? তুই যে দর্পে পিতার শিরশ্ছেদন করেছিলি, সেই দর্প এক্ষণে প্রকাশ কর্। মূঢ়মতে! তোরে আবার সশস্ত্র হতে দিব? ধিক্, এ কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ হলো না? রে পাপাত্মন্! ব্রহ্মহত্যাকারিন্! এই এখন যমালয়ে গমন কর। (অসিদ্বারা দ্বিখণ্ড করণ)

[এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে এক শয্যায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া পাণ্ডবভ্রমে স্বগত।]

হাঁ, এই না মিথ্যাভাষী যুধিষ্ঠির? এই না ভীমকলেবর ভীম? এই না গুরুঘাতী অর্জ্জুন? এই না মাদ্রীসুতদ্বয়; বটেই ত, এই যে পঞ্চ জনেই একত্র নিদ্রা যাচ্চে। আহা হা!! এ সকল ভগবান্ ভবানীপতিরই কার্য্য; নচেৎ এরূপ সুবিধা কি পাওয়া যায়। (দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া) রে কপটধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির! তুই ভ্রাতৃসহায়ে জ্ঞাতি বান্ধব ও গুরু প্রভৃতি

অপলাপ-বাক্য সকল বল্‌তে আরম্ভ করেছ। শত্রুসংহার করার পক্ষে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? শত্রুকে যখন সুযোগে পাইবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিনাশ কর্ব্বে, তার আর নিদ্রিত বা জাগ্রত ভাব কি? রে ক্লীব! তোমার সহিত বৃথা বাগ্‌-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। যদি অমূল্য জীবনের প্রতি তোমার মমতা থাকে, তবে এই দণ্ডেই প্রস্থান কর। নচেৎ ব্যাঘ্র যেমন হীনবীর্য্যা হরিণীকে অবলীলাক্রমে সংহার করে, আমি অনতিবিলম্বেই তদ্রূপ কর্ব্ব।

শিখণ্ডী। রে অধার্ম্মিক! তবে আয় দেখি, কার কত বলবীর্য্য দেখা যাক্‌।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামা)

দুষ্ট! এক্ষণে গর্ব্বিত বাক্য ও বাহুবল কোথায়? আর এক বার বীরত্ব প্রকাশ কর্‌। পাপাশয়! তোমার যেমন কর্ম্ম তদুপযুক্তই ফললাভ হলো।

এই বলিয়া শিখণ্ডীর ছিন্ন মস্তক দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মস্তক লইয়া, মনের সুখে ভাসিতে ভাসিতে স্বীয় মাতুল কৃপাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে—

মাতুল মহাশয়! প্রণাম করি, ভৃত্যকে আশীর্ব্বাদ করুন্‌।

কৃপ। কে ও, তাত অশ্বত্থামা না কি? এস বৎস দীর্ঘায়ুঃ হও। তবে, ভদ্র! স্বকার্য্য সাধন করে অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমন কল্লে ত?

অশ্ব। মাতুল মহাশয়, আপনার আশীর্ব্বাদে আমায় ক্ষত

বিক্ষত করে, এমন কি কেউ পৃথিবীমধ্যে জন্মেছে? (করস্থ পঞ্চ মস্তক ভূমে রাখিয়া) এই দেখুন, আমার ক্ষমতা কত দূর।

কৃপ। (দৃষ্টিপূর্ব্বক ললাটদেশে চক্ষুঃ উত্তোলন করিয়া) বৎস! এ করেছ কি!!! তোমার যে অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই দেখ্‌ছি। তুমি অনায়াসে সেই দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা পাণ্ডবগণকে বিনাশ কল্লে? (অশ্বত্থামার শিরশ্চুম্বন করিয়া) তাত! যদি তোমার এরূপ ক্ষমতাই ছিল, তবে কেন যুদ্ধোদ্যোগের সমকালেই পাণ্ডবগণকে সংহার কর নাই? তা হলে ত মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর্ত্তে পার্ত্তে।

অশ্ব। মাতুল মহাশয়! সে বিষয়ে আমার অপরাধ কি, বলুন।—মহারাজ ত আমায় তখন সেনাপতিপদে বরণ কল্লেন না। তা যদি কর্ত্তেন, তবে কি আর এরূপ ভয়াবহ অনিষ্টোৎপত্তি হোত, কদাচই হোত না। তা যা হউক; সে গত বিষয়ের অনুশোচনায় আর ফল নাই। এক্ষণে চলুন, এই শুভ সংবাদ প্রদানার্থ মহারাজ কুরুকুলপতির নিকট গমন করি।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থাঙ্ক।

দৃশ্য।—কুরুক্ষেত্র।

(সমরস্থলে দুর্য্যোধন পতিত।)

দুর্য্যোধন। (স্বগত) হা হৃদয়! তুমি এত উতলা হতেছ কেন? স্থির হও; এক বার ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চিত্ত! সথা অশ্বথামার কি কোন অমঙ্গলঘটনা হয়েছে? না কোন আনন্দ-সূচক সম্বাদশ্রবণলালসায় তোমার গতিই এরূপ হয়? হায়! আমি ত কিছু জান্‌তে পাল্লে´ম না। ও কি হৃদয়! তুমি যে ক্রমে ক্রমে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ কচ্ছ´; কেন, নিশ্চয়ই কি কোন অশুভোৎপত্তি হয়েছে? তজ্জন্যই কি আমার বাম নেত্র প্রস্ফুরিত হচ্ছে? উঃ কি করি, মন যে কোন মতে ধৈর্য্য ধর্চ্ছে না; (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) হা এ আবার কি? আমি কি সকলই ভ্রম দেখ্‌ছি, এ যে সম্মুখে যেন মস্তকহীন কবন্ধের ন্যায় কে সব নৃত্য কর্চ্ছে; তাই ত প্রিয়সখা কি পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ছিন্নমস্তক হয়েছেন? না তা এমন হবে না, আবার না তবেই বা বলি কেন; সে বিষয়েও ত কিছু আশ্চর্য্য নাই, তা অবশ্য হতেও পারে, (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) যা হউক আর ভাবনা করা বৃথা, যা দৈবনির্ব্বন্ধ আছে, তা অবশ্যই ঘট্‌বে।

(নেপথ্য হইতে)

জয়! মহারাজ কুরুকুলচূড়ামণির জয়! জয়! মহারাজ কুরুকুলচূড়ামণি দুর্য্যোধনের জয়!!

দুর্য্যোধন। (মৃত দেহে জীবনসঞ্চারের ন্যায় সচকিতে)

হা এ কি? কি আশ্চর্য্য ধ্বনি! এই অপরূপ সুমধুর ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করলে কে? আমি যে বহু দিন এরূপ পীযূষপূরিত বাক্য শ্রবণ করি নাই। হায়! যে দিন পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করেছেন, যে দিন ধানুকিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ মানবলীলা সংবরণ করেছেন, যে দিন প্রিয় সখা কর্ণ আমায় পরিত্যাগ ক'রে পরম ধামে গমন করেছেন, সেই অবধি এমন আনন্দসূচক রমণীয় ধ্বনি আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই। আজ কোন্ প্রিয় সুহৃৎ আমার এরূপ শুভসূচনা কর্ল্লে? হায়! আমি যার জন্য এত ক্ষণ হৃদয়কে সান্ত্বনা কর্চ্ছিলাম, সেই প্রণয়ার্ণব মহাবীর অশ্বথামা এরূপে জয়ধ্বনি কর্চ্ছেন কি? না তা এমন হবে না, এ মন্দ ভাগ্যে ততদূর হবার নয়; বোধ করি, দুষ্ট পাণ্ডবগণ তাঁকে সংহার ক'রে আমার মস্তক ছেদনার্থ এরূপ মিথ্যা ঘোষণা ক'রেই এই দিকে আস্‌ছে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) যা হউক, এই সুধাসংশ্লিষ্ট ধ্বনি যদি মিথ্যাও হয়, তথাপি শ্রবণ ক'রে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হলো। (কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) ঐ না আবার? বটেই ত। (মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া) বাঃ আমার কি সকলই ভ্রম! এ যে সুহৃদ্বর অশ্বথামারই সুমধুর স্বর। অহো কি পরমানন্দের বিষয়! হৃদয় তুমি আর বাতান্দোলিত অশ্বথপত্রবৎ কম্পিত হও কেন? এই শুভ সময়ে শোক পরিহারপূর্ব্বক আনন্দনীরে নিমগ্ন হও। (এই বলিতে বলিতে সহসা উত্থিত হইবার উপক্রমে পতিত হইয়া) রে দুরাচার দুর্বৃত্ত ভীম! তোর মনে কি এই ছিল, তুই অন্যায়রূপে আমার উরু ভগ্ন ক'রে বিষবিহীন ভুজঙ্গমের ন্যায় আমাকে অপদস্থ কর্ল্লি? রে

মূঢ়চেতা তোর যেমন কার্য্য, বোধ করি, প্রিয়সখা-কর্তৃক তদুপযুক্ত ফলই প্রাপ্ত হয়েছিস্। (অশ্বত্থামাকে আসিতে দেখিয়া) এই যে সখা আমার শত্রুশোণিতে স্নান ক'রে আস্‌ছেন। হা সখে! তুমি যথার্থই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে মদীয় মহদুপকার সাধন করেছ, বোধ হইতেছে। কিন্তু হায়, আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি অগ্রসর হ'য়ে তোমার অভ্যর্থনাও কর্ত্তে পাল্লে'ম না। বীরবর, তুমি যে আজ মহারাজ দুর্য্যোধনের সেনাপতি হ'য়ে সমরবিজয়পূর্ব্বক নিস্তব্ধে আগমন কর্‌ছ, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি আছে? হায়! যার সমরবিজয়ী সেনাপতি শত্রুসংহারপূর্ব্বক প্রত্যাগমন কল্লে', অভ্যর্থনার্থ কত শত গজ, কত শত অশ্ব, বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত পতাকা, কৃতান্তসদৃশ ভীমকলেবর অসংখ্য সৈনিক পুরুষ, বিদ্যুদধিক সুবর্ণা সুধাংশু-বদনা গজেন্দ্রনিন্দিতগমনবিশিষ্টা শত শত যুবতী কক্ষে বারিপূর্ণ হেমকুম্ভ ধারণ ক'রে মাঙ্গলিক ক্রিয়া সহ গমন কর্‌ত, সে আজ কি না এরূপ নিশীথকালে চোরটীর মত নিস্তব্ধ ভাবে প্রত্যাগমন কর্‌ছে! হায়! আজ কোথায় আমার সেই মনোজববিশিষ্ট সুদৃশ্য অশ্বগণ, যাদের হেষারবে অরাতিকুল ব্যাকুল ও ক্ষুরপুটদ্বারা ধরণী বিকম্পিত হ'ত! কোথায় সেই জঙ্গম ভূধরের ন্যায় উন্নতকায় করিসমূহ, যাদের বৃংহিত ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত কর্‌ত! কোথায় সেই শত্রুশমনসদৃশ ভীমকায় সৈনিক পুরুষসকল, যাদের বীরদর্পে পৃথিবী পীড়িতা হ'য়ে রসাতল গমনে অভিলাষী হ'ত! কোথায় আমার সেই কৃতান্তসদৃশ সহায়ভূত শত সহোদর! কোথায় সেই বীরচূড়ামণি মহারথ কর্ণ, যার বাহু-

বল সহায়ে আমি এই সাগরপরিখাবেষ্টিত মহীর একমাত্র অধী-শ্বর হয়েছিলাম! হায়! সেই সব বীরবর্গ এখন কোথায় রহিল! আজ এই পরমশত্রুসংহারী প্রিয় সখাকে অভ্যর্থনা করিতে কেহই নাই! হা ভ্রাতঃ দুঃশাসন! তুমি এখনও নিশ্চিন্ত রৈলে কেন? এক বার সত্বর আইস। আজ সমরবিজয়ী গুরুপুত্র চিরবৈরী পাণ্ডবদিগকে বিনাশপূর্ব্বক ঐ আস্‌ছেন; আর বিলম্ব ক'র না, ত্বরায় সুসজ্জিত হ'য়ে মহাবীরকে আনয়নার্থে অগ্রসর হও।

(দুর্য্যোধনের বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

অশ্ব। (বিনীতভাবে) মহারাজ! আর ও সকল অনর্থ-করী চিন্তায় ক্লিষ্ট হ'বার প্রয়োজন নাই। চিরদিন কখন সম-ভাবে যায় না, সুখ দুঃখ অবশ্যই সকলকে ভোগ কর্ত্তে হয়। বিশেষ ক'রে শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" এ বাক্যটী ত মিথ্যা হবার নয়। অবশ্যই সময়ক্রমে সুখ দুঃখের অধীন সকল প্রাণীকেই হ'তে হয়। আর দেখুন, রত্ন, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যে কোন প্রীতিকর পদার্থ, সে সকলই নিশার স্বপ্নবৎ অসার; জ্ঞানিমাত্রে কখন সে সকলে অনুরাগবান্ হন না। অতএব আর গত বিষয়ের অনুশোচনা কর্ব্বেন না। সংপ্রতি আপনকার চিরবৈরী পাণ্ডব-গণকে সংহার করেছি; এক্ষণে আনন্দ প্রকাশ করুন্।

দুর্য্যো। (পরম হর্ষে) প্রিয় সখে! কি অমৃতময় বাক্যই শ্রবণ করা'লে। সেই দুর্দ্ধর্ষ কুরুকুলাধমদিগকে সত্যই কি নিপাত করেছ? এতক্ষণ কি তারা পিতৃপতির দক্ষিণ দ্বারে জ্ঞাতিবধ-পাপজনিত নিরয়যন্ত্রণা ভোগ কর্চ্ছে? অহো কি শুভ সংবাদ! এই মৃণ্ময় ভূপৃষ্ঠে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে আর কি কেউ কখন এরূপ

সংবাদ শ্রবণ কর্‌বে? প্রিয়ম্বদ! যেরূপে দুষ্টগণকে নিহনন করেছ, সে সমাচার বিস্তারিতরূপে শ্রবণ জন্য আমার লালসা উদ্রিক্ত হচ্ছে, অতএব তদ্‌বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন ক'রে আমার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত কর।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

সখে বল হে আমারে, কিরূপ ক'রে, বিনাশিলে সেই দুষ্ট পাণ্ডবনিকরে॥ শ্রবণ করিতে মন, হলো অতি উচাটন, সখে কহ বিবরণ; দেবাসুরে শঙ্কা করে, সেই বীরগণে কিসে বধিলে সমরে॥

অশ্ব। মহারাজ! যেরূপে পাণ্ডবগণকে শমনসদনের অতিথি করেছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। হে কুরুকুলানন্দবর্দ্ধন! আপনার সমীপে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবশিবিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেম; তথায় দেখি, না, দেবদেব শশাঙ্কশেখর সুভীষণ ত্রিশূলহস্তে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রয়েছেন। প্রথমেই তাঁকে সেই দ্বার পরিত্যাগ কর্‌তে বিবিধ অনুনয় কর্ল্লেম; কিন্তু তিনি মদীয় বাক্যে তা পরিত্যাগ কর্ল্লেন না, সুতরাং তাঁর সঙ্গে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিয়ৎকাল যুদ্ধ হইলে পর তিনি মৎপ্রতি অনুকূল হ'য়ে সেই দ্বার পরিত্যাগ কর্ল্লেন। আর স্বীয় করস্থিত দিব্য অসিটীও আমায় প্রদান কর্ল্লেন। আমি সেই তীক্ষ্ণধার ভীষণদর্শন অসি ও অবারিত দ্বার প্রাপ্ত হ'য়ে সাতিশয় প্রীতমনে মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়কে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ক'রে শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হ'লেম। কিন্তু সম্মুখেই দেখি যে; নরকুলাধম আমার পিতৃশত্রু দুরাচার ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রা যাচ্ছে। দর্শনমাত্র অমনি সেই পাপমতির কেশাকর্ষণপূর্ব্বক এক অসিপ্র-

হারেই কার্য্য সমাধা কর্লেম। তার পর ইতস্ততঃ অন্বেষণ কর্ত্তে কর্ত্তে দেখি যে, সেই পঞ্চ পাণ্ডব এক শয্যায় শয়িত রয়েছে। তখন আর আমার আনন্দের পরিসীমা রইল না; অমনি বিলম্ব অনাবশ্যক বোধে সেই নরকপাল-সদৃশ পঞ্চ জনকে বিনাযুদ্ধে সংহার কর্লেম। পরে সে স্থান হ'তে স্থানান্তরে গমন কর্চ্ছি, এমন সময়ে দীপদর্শনে পতঙ্গবৎ ক্লীব শিখণ্ডী আমার ক্রোধানলে পতিত হ'ল। তা মহারাজ! সামান্য আঘাতে যেমন রম্ভা তরুকে ছেদন করা যায়, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে তার আমি শিরশ্ছেদন কর্লেম। তার পর কতকগুলি সৈনিক পুরুষ জাগ্রত হয়ে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর্লে। কিন্তু তখন আর সে চেষ্টা তাদের সম্পূর্ণ বিফল। সিংহ যেমন মৃগকুলকে অনায়াসে বিনাশ করে, আমি তদ্রূপ তাদের সংহার সাধন কর্লেম। পরন্তু প্রবল ঝটিকায় শুষ্ক পর্ণ যেরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সৈন্যগণ তদ্রূপ পলায়নপর হ'ল। তা আর যাবে কোথা, দ্বারদেশে দুই অসিধারী বীরপুরুষ দণ্ডায়মান, সুতরাং সেই পলায়িতগণকে পুনরায় আমার সমরানলে পতঙ্গবৎ ভস্ম হ'তে হ'ল। হে মহারাজ! আমি এবম্প্রকারে সকলকে নিপাত ক'রে স্বয়ং অক্ষতশরীরে আপনকার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনি এক্ষণে মনের উদ্বেগ সম্বরণপূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন।

দুর্য্যো। সখে! তুমি আমার যে পরমোপকার সাধন করেছ, ইহার উপযুক্ত পারিতোষিক আমার আর কি আছে, তোমায় কি দিব, তবে এই মাত্র, যত ক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে আমি তত ক্ষণই তোমার।

অশ্ব। মহারাজ! যখন এই অনুগৃহীত অশ্বত্থামা চিরদিন

আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছে, তখন আর এর পারি-তোষিক কি? আপনকার কৃপাবলোকন থাকিলেই যথেষ্ট হবে।

দুর্য্যো। সখে! এইরূপ মহদ্‌গুণেই তুমি ভূষিত আছ। আমাতে যে তোমার এতাদৃশ ভালবাসা, তা আমি আজ দর্শন করে পরমাপ্যায়িত হলেম।

অশ্ব। মহারাজ! ও সকল কথা বল্‌বেন না, আপনি আমার অন্নদাতা, আপনকার যে কোন প্রকারে হউক মনস্তুষ্টি সাধন করাই আমার কর্ত্তব্য। সে যা হউক, সংপ্রতি আপনকার ক্রীড়নার্থে এই পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক এনেছি, অনুগ্রহ সহ-কারে গ্রহণপূর্ব্বক চরিতার্থ করুন।

দুর্য্যো। (পরম হর্ষে) সখে! দুষ্টদিগের ছিন্ন মস্তক আমার ক্রীড়ার্থ আনয়ন করেছ? কৈ দেখি, অগ্রে পাপাত্মা ভীমসেনের মস্তক আমায় দাও দেখি; আমি পদাঘাতে চূর্ণকরি।

অশ্ব। এই নিন্ মহারাজ!

(দুর্য্যোধনহস্তে ভীমপুত্রের মস্তক প্রদান)।

দুর্য্যো। (সামান্য অঙ্গুলিদলনে চূর্ণীকৃত দেখিয়া) সখে এ তুমি কার মস্তক আনয়ন করেছ? এ ত ভীমকর্ম্মা ভীম-সেনের মস্তক নয়! হায়! মদীয় যমদণ্ডের ন্যায় গুরুতর গদা যে ভীমের মস্তকোপরি শতাধিক বার প্রহার কল্লে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গমন ভিন্ন তার কেশাগ্রমাত্র ছিন্ন হ'ত না, সে মস্তক কি কথন সামান্য অঙ্গুলিদলনে মধুবীজের ন্যায় চূর্ণীকৃত হয়? প্রিয়ম্বদ! এবার নিশ্চয় জান্‌লেম, তুমি চন্দন-ভ্রমে বিষবৃক্ষ ছেদন ক'রে এনেছ। (ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট মস্তক সকল পরীক্ষা করিয়া) হা কি দুর্দ্দৈব! সখে! কি সর্ব্বনাশই করেছ! তুমি স্পর্শমণি আনয়ন জন্য গমন ক'রে সামান্য প্রস্তর কিরূপে

এনেছ। তোমার কি হিতাহিত বিবেচনা নাই? এ কাদের মস্তক? এ যে পাণ্ডবপুত্রদিগের। প্রিয়সুহৃৎ এত দিনে তোমা হ'তে সুদীর্ঘ ভরতকুল নির্ম্মূল হ'ল। তুমি সেই পঞ্চ পাণ্ডবের পরিণয়তরুর পঞ্চ ফলমাত্রকে দ্বিখণ্ড ক'রে ভাই পঞ্চকে ও আমাদিগকে একবারেই নির্ব্বংশ কর্ল্লে। হায় কেন আমি তোমায় যুদ্ধার্থে অনুমতি করেছিলাম! আমি মানব হ'য়ে নৃশংসাচারী নরভুক্ রাক্ষসের ন্যায় কি অন্যায় কার্য্যই কর্ল্লেম! আমিই এই সুমহৎ কুরুকুল নির্ম্মূল হবার মূলীভূত কারণ হলেম। ওঃ আমি কি নির্দ্দয়! (ছিন্ন মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিয়া) হা বৎসগণ! তোমরা সুখময়ী রজনীর ক্রোড়ে নির্ভয়তা সহকারে নিদ্রামগ্ন ছিলে; ভ্রমেও জান্তে না যে, দুরাচার দুর্য্যোধন-প্রেরিত যমদূত অশ্বথামা তোমাদিগকে একবারে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন কর্ব্বে। হা সরলস্বভাবে দ্রুপদবালে! তুমি আজ পাপাত্মা দুর্য্যোধন হ'তে প্রাণসম পুত্রধনে বঞ্চিত হলে। হায়! আমি আজ তোমার সরল হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ পুত্রশোকরূপ শেল বিদ্ধ কর্ল্লেম। আজ আমি তোমার সুখময় চিত্তকাননে বাড়-বাগ্নি প্রজ্বলিত কর্ল্লেম। উঃ আমি কি নিষ্ঠুর, আমার নরকেও স্থান নাই। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগান্তে) হায়! এখন কি করি? কোথায় যাই? আর যে ধৈর্য্যাবলম্বন কর্ত্তে পারি না। প্রাণ পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন-চেষ্টা কচ্ছে। হায় এক্ষণে জননী কোথায়; পিতা কুরুকুলমণি কোথায়: প্রাণাধিকা হৃদয়েশ্বরীই বা কোথায়? হায় অন্তিম সময়ে কি তাঁদি'কে আর দেখ্তে পেলেম না? (বাষ্পপূরিতলোচনে) হা মাতঃ গান্ধাররাজতনয়ে! এক্ষণে তুমি কোথায় রইলে?

মা তোমার হৃদয়মন্দিরের শতদীপাবশিষ্ট একমাত্র দীপ আজ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।—জননি! তোমার স্নেহবারিবর্দ্ধিত দুর্য্যোধন-পাদপ আজ কাল-কুঠারে ছেদিত হয়। মা! এক বার দর্শন দাও, জন্মের মত তোমার শ্রীচরণ হতে বিদায় হই। জনয়িত্রি! এই দুঃখে আমাব হৃদয় দগ্ধ হতেছে যে, শত ভ্রাতার মধ্যে এক জনও তোমায় মা বল্‌তে রইল না! হায়! আর কে তোমায় মা বলে ডাক্‌বে; তুমি দুঃখিতা হ'লে আর কাব বদননিঃসৃত অমৃতমাখা "মা" শব্দ শ্রবণ করে তাপিত হৃদয় শীতল কর্ব্বে; বদন চুম্বনপূর্ব্বক অঙ্কে ধারণ কর্ব্বে? জননি। আজ তুমি নিশ্চয়ই পুত্রহীনা হ'লে। আজ তোমার স্নেহ-রস-পরিপূরিত হৃদয়মধ্যে বিষম শোকানল প্রজ্বলিত কর্ল্লেম! আজ. তোমার "শত পুত্রের মা" ব'লে যে গৌরব ছিল, তাহা একবারে বিলুপ্ত কর্ল্লেম। হায়! কি পরিতাপ! (নয়ন-নীরে অভিষিক্ত হইয়া) হা পিতঃ অন্ধ নৃপমণি! তুমি কোথায় রহিলে? হা তাত! আর কে তোমার সেবা শুশ্রূষা কর্ব্বে, কেই বা তোমায় আর পিতা বলে সম্ভাষণ কর্ব্বে? তুমি কার সনেই বা শত্রুসংহার জন্য সুমন্ত্রণা কর্ব্বে? পিতঃ! তোমার পরম স্নেহাস্পদ দুর্য্যোধন আজ শমনভবনের অতিথি হ'ল। হায়! আপনি যে শত পুত্রের পিতা হয়েও আজ অপুত্রক হলেন, ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? (বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে) হৃদয়! আর বিলম্ব কর্ত্তেছ কেন? বিদীর্ণ হও, তুমি যে আশায় আশ্বাসিত হয়েছিলে, তোমার সে আশা ত আর পরিপূর্ণ হ'ল না। তোমার ত আর বাঞ্ছিত ফল লব্ধ হ'বে না; তবে বৃথা কেন? হায়! সেই রুচি-

রাননা প্রাণাধিকা প্রিয়তমা এত ক্ষণ সখীপরিবৃতা হ'য়ে স্বর্ণপর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রাভিভূতা আছেন; কিন্তু জান্‌ছেন না, যে, তাঁর হৃদয়-আকাশের সুখরবি আজ চিরদিনের তরে অস্তমিত হয়। হা প্রিয়ে ভানুমতি! তুমি কোথায় রহিলে? প্রাণাধিকে, আজ তোমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তা তুমি জান না! নিতম্বিনি! তুমি মাধবী লতার ন্যায় করকোমল-লতিকায় যে আশ্রয়-তরুকে বেষ্টন কর্ত্তে, আজ তোমার সেই আশ্রয়তরু ছিন্নমূল হ'য়ে ধরাতলে পতিত রয়েছে! চারুশীলে এক বার নিকটে এস, তোমার শবদিন্দুনিভানন জন্মের মত দর্শন করিয়া লই। প্রিয়তমে! আমি কি কল্লে´ম। এই কল্লে´ম, তোমার সরল ও কোমল হৃদয়ে অরুন্তুদ শোকশঙ্কু নিখাত কল্লে´ম। প্রেয়সি! দেখা হ'ল না, খেদ রইল! উঃ কি করি' প্রাণ যায়, গেলাম, ম'লাম, প্রি—ই—ই (মূর্চ্ছা ও মৃত্যু।)

অশ্ব। (ব্যাকুলিতহৃদয়ে) হায় কি হ'ল! মহারাজ কি কল্লে´ন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গেলেন? নৃমণি এক বার গাত্রোত্থান করুন্। অধীনকে বয়স্য ব'লে সম্বোধন করুন্। হায়! নীরবে রইলেন যে, উত্তর দিন্। রাজন্, আর দেখ্‌তে পারি না, তোমার এ অবস্থা আর দেখ্‌তে পারি না! হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! কি বল্লেম; কি কল্লে´ম! আপন আশ্রয়তরুকে স্বহস্তে ছেদন কল্লে´ম, হস্তিনার সুখ-রবিকে রাহু হ'য়ে গ্রাস কল্লে´ম। উঃ আমি কি নির্দ্দয়, কি নরাধম! কি পামর! মাদৃশ নিন্দিত ও কৃতঘ্ন ধরাতলে আর কেউ নাই। আমার নরকেও স্থান নাই।
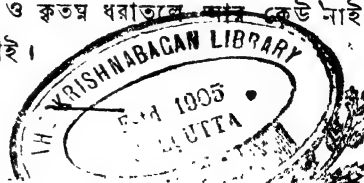
রাগিণী আলিয়া—তাল আড়াঠেকা।

মরি হায় কি হলো। একি বিপদ ঘটিল, কুরুকুলরবি আজি অস্তাচলে গেল॥ হায় আমি কি করিলাম, কি বীরত্ব প্রকাশিলাম, মহারাজে হারাইলাম, শেষে এই হলো; স্বীয় আশ্রয়তরুরে, ছেদিলাম আপন করে, বিধি কি নিদয় মোরে, ভাগ্যে এই ছিল॥

কৃপ। (রোরুদ্যমান হইয়া) হা কুরুকুলশেখর! এক বার গাত্রোত্থান করুন্। রাজন্! নিশ্চিন্তমনে নিরুত্তরে ধরাতলে শয়ন করেছেন কেন? এ কি ভবাদৃশ মহান্ ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায়? হায়! আর যে দেখ্‌তে পারি না! যাঁর অঙ্গ মৃগমদচন্দনে সর্ব্বদা ভূষিত থাকৃত, যিনি মণিমুক্তায় পরিশোভিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন কর্ত্তেন, যাঁর শয্যাপার্শ্বে অপ্সরাসদৃশী কত শত কোমলাঙ্গী মহিলাগণ বীণাঝঙ্কারের সহিত কণ্ঠস্বর মিলিত ক'রে, সুতানসম্বলিত গীত কর্ত্ত, সেই শ্রবণসুখকর গীত শ্রবণ কর্ত্তে কর্ত্তে যিনি নিদ্রাভিমগ্ন হতেন, তাঁর এমন ধূলিধূসরিত অঙ্গ দেখ্‌তে পারি না। হায়! প্রাণ যে বিয়োগ হ'য়ে যায়; মহারাজ! এক বার উঠুন, আমাদের লয়ে শত্রুসংহারপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্যভার বহন করুন্; আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে পৃথিবীকে আজ্ অপাণ্ডব কর্ব্ব।

রাগিণী কাফি—তাল কাওয়ালিঠেকা।

গা তুল গা তুল নৃপতি; করি মিনতি। দেখিতে না পারি আর তোমার এ দুর্গতি॥ ত্যজি' রত্ন সিংহাসন, ধূলিধূসরিত কেন, বদন নিষ্প্রভ যেন, দিবসে শশিভাতি। যে অঙ্গ গন্ধ চন্দনে, সেবিত যুবতীগণে, সে অঙ্গ আজ ধরাসনে, হেরে মরি ভূপতি। উঠ উঠ মহারাজ, কর শীঘ্র রণসাজ, বধিব পাণ্ডবে আজ, হে কুরুকুলপতি॥

হায়! মহারাজ ত উত্তর দিলেন না; এক্ষণে কি করি। (ক্ষণেক রোদন করিয়া) হে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! আপনি কি সত্য সত্যই আমাদের পরিত্যাগ করে মানবলীলা সম্বরণ কল্লেন? হায়! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, সূচাগ্রে যে পরিমাণ ভূমি ভেদ হয়, বিনা যুদ্ধে তার অর্দ্ধাংশও পাণ্ডবদিগকে দিবেন না; দুষ্টগণকে সংহারপূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ কর্ব্বেন। কেন মহারাজ! তবে কেন আজ্ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হ'য়ে সমগ্র সসাগরা ধরিত্রী পরিত্যাগ কল্লেন। হা রাজন্! হা নৃপশার্দ্দূল! শত শত রাজগণপরিসেবিত রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে আজ ভূতলে লুণ্ঠিত হতেছেন কেন? মহামানি! এ ত তোমার যোগ্য কর্ম্ম নয়। হায়, ত্বদীয় পিতা অন্ধ নৃপতি সমরবিজয়বার্ত্তা শ্রবণ জন্য তোমার আশাপথ নিরীক্ষণ ক'রে রয়েছেন; জননী সুবলনন্দিনী তব স্নেহপূরিত মুখচন্দ্রমা দর্শনমানসে বারিপ্রার্থিনী চাতকিনীর ন্যায় চঞ্চলিতা হয়েছেন। হায়! আমরা হস্তিনায় গমন কল্লে পর যখন অন্ধ নৃপতি ও রাজ্ঞী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন যে, আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব মহাবীর দুর্য্যোধন কোথায়? তখন কি বল্ব; হায়! তখন কি এই বল্ব, যে, আমাদের হ'তেই মহারাজ কুরুবংশপ্রদীপ আজ্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন? হা! কেন অগ্রে আমাদের মৃত্যু হ'ল না! তবে ত এ যাতনা আর সইতে হ'ত না! হায় কি হ'ল! মহারাজ কোথায় গেলেন? রে দারুণ বিধি তোর মনে কি এই ছিল; তুই আজ নিদয় হয়ে সুকোমল কমলদলদ্বারা শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন কর্লি? হা দুরাচার অশ্বত্থামা! তো কর্ত্তৃক আজ্ সুবিশাল ভরতকুল একবারেই নির্ম্মূল হ'ল।

অশ্ব। (নয়নবারি মুছিতে মুছিতে) মাতুল মহাশয়! আমায় বৃথা দোষে কেন দোষী করেন? যা বিধিনির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘট্‌বে। তা নৈলে আমি অমৃতময় ফল ভক্ষণ কর্ত্তে গিয়ে বিষ-ফল ভক্ষণ কর্ব্ব কেন?

কৃপ। অশ্বথাম! সে কেবল তোমার অজ্ঞানতাবশতঃই হয়েছে; তুমি উন্মাদের ন্যায় মত্ততা প্রযুক্ত যে অন্যায় কার্য্য করেছ, এতে ত আর পরিত্রাণের উপায় নাই। নিশি প্রভাতে যখন পাণ্ডবগণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হ'বে, তখন আমরা স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল মধ্যে যথায় থাকি, অবশ্যই আমাদের প্রাণসংহার কর্ব্বে।

অশ্ব। মাতুল মহাশয়! তা আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি জীবিত থাক্‌তে কোন্ ব্যক্তি আমাদের অনিষ্ট করে?

কৃপ। বৎস! তুমি কেবল গর্ব্বিত বাক্যেরই প্রিয় হয়েছ বৈ ত নয়; তোমার সদসৎ বিবেচনা অল্প। যে পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী মহাশূর রাম হ'তেও উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃগণকে অনায়াসে বিনাশ কর্লে, তাদের ক্রোধানল হ'তে তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে কি রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বে? হায়! কা'র এমন ক্ষমতা আছে যে, কেশরীর জৃম্ভন-কালে তদীয় বিস্তৃতাননমধ্যহ'তে বলপূর্ব্বক আমিষখণ্ড হরণ করে? যখন সেই কালান্তকের ন্যায় ভীমার্জ্জুন রোষানল প্রজ্বলিত ক'রে প্রচণ্ডবেগে এসে পড়্‌বে, তখন তোমার ন্যায় শত শত অশ্বথামা দীপদগ্ধ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে। অতএব তুমি যা বল্‌ছ, কিছুই আমার মনোমধ্যে স্থান পাচ্ছে না। আমি নিশ্চয় জান্‌ছি, আজ্ আমাদের শমন নিকট হয়েছে।

অশ্ব। (কোপাবিষ্ট হইয়া) হে ভীরুস্বভাব! আমি তা ত বেশ জানি যে, তোমার ন্যায় হীনবীর্য্য মনুষ্যের অমূলক ভয়-চিন্তাই প্রধান। যদি তোমার প্রাণের ভয় এতই হয়েছে, তবে আমি বল্‌ছি, যদিও পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করে তা'দিকে পরাস্ত কর্ত্তে না পারি, তা হ'লেও ধর্ম্মরাজের নিকট অনুনয়-বাক্যে অথবা স্বীয় প্রাণ দিয়া, যে কোন প্রকারে হউক, তোমার জীবনরক্ষা কর্ব্ব। অতএব এক্ষণে চল, সকলে হস্তি-নায় গমন করি।

কৃপা। অগত্যা—তদ্ভিন্ন আব কোথায় যা'ব।

অশ্ব। তবে চলুন।

(হস্তিনাভিমুখে সকলের প্রস্থান)

যবনিকাপতন।

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য।—হস্তিনার রাজভবন।

সভাবক্ষে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব আসীন ও পার্শ্বৈকদেশে দ্রৌপদী দণ্ডায়মানা।

(ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির প্রবেশ।

সারথি। (কম্পিতকলেবরে) মহারাজ! অভিবাদন করি।

যুধি। (সবিস্ময়ে) সারথে! তুমি যে? তোমার এরূপ আকার কেন? শিবিরমধ্যে কি কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়েছে?

সার। (ত্রস্তভাবে) মহারাজ! সে কথা আর কি বল্‌ব, বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! এই আপনার শি—ই—হি—হি—(কম্পন)।

যুধি। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সারথির হস্ত ধারণ করিয়া) সারথে! ভয় নাই, বল, শিবিরমধ্যে কি বিপৎপাত হয়েছে?

সার। (আশ্বস্ত হইয়া) রাজন্! আপনারা এখানে আসিলে পর দুরাচার অশ্বত্থামা নিশিযোগে শিবিরমধ্যে প্রবেশ ক'রে, অন্যায়পূর্ব্বক নিদ্রিত ও নিরস্ত্র ব্যক্তিগণকে সংহার করেছে। এমন কি শিবিরস্থিত প্রাণিমাত্রও জীবিত নাই। কেবল আমি শবের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম; তাই আপনাদিগকে সংবাদ দিতে এসেছি।

যুধি। (শ্রবণমাত্রে বায়ুাহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? (পতন ও মূর্চ্ছা)।

দ্রৌপ। (বাষ্পাকুললোচনে) হা সারথে! কি মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করা'লে! আমার প্রাণাধিক পুত্রগণ তবে কোথায়? হা বৎসগণ! (পতন ও মূর্চ্ছা)।

ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয়। হায় কি হল! মহারাজ মূর্চ্ছা গেলেন যে (যুধিষ্ঠিরের চরণ ধারণ করিয়া) রাজন্ গাত্রোত্থান করুন্। হায়! আপনি এরূপ মূর্চ্ছিত হ'লে আমরা আর কি কর্ব্ব, ব্যথিতহৃদয়া দ্রুপদবালাকেই বা কিরূপে সান্ত্বনা কর্ব্ব। নৃমণি! আপনি যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়তরু; আপনি যদি শোকবাতে উৎপাটিত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন, তবে আমরা আর কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন কর্ব্ব।

যুধি। (মূর্চ্ছাপগমে) হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো!! আমি কি জন্য শিবির পরিত্যাগ করে এসেছিলাম, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হায়! আমি যে সকল শূন্য দেখ্‌ছি। আমার যে সকলই অকারণ হ'ল—দুরাচার অশ্বত্থামা হ'তে সকলই অকারণ হ'ল। হায়! আমি কেন অরণ্যবাস পরিত্যাগ ক'রে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম; কেন আমি জ্ঞাতিবধ-জন্য পাপপঙ্কে অভিলিপ্ত হলেম; কেনই বা আমি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশসাধনের মূলীভূত কারণ হলেম! হায়! আমি ত সেই মৃগপক্ষিনিষেবিত মুনিজনমনোহর সুদৃশ্য কানন-মধ্যে সিদ্ধর্ষি ও ভূদেবগণ সহবাসে ভাল ছিলাম। কি জন্য আমার ছার রাজ্য ধনে আকাঙ্ক্ষা হল, দিনে দিনে সম্পদের সহিত আমার কি বিপদ্ উপস্থিত হ'ল! আমার সহায় সম্পদ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ কোথায় রহিল! হায়! আমি কি কল্লাম; কি জন্য দুস্তর সমরসাগর হ'তে উত্তীর্ণ হ'লাম, কেনই বা প্রকারান্তবে আর্য্যকুলভূষণ পিতামহ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য দ্রোণকে নিহত কল্লেম! ওঃ আমি কি পাপাশয়! আমার সমরক্ষেত্রে মৃত্যু হ'ল না কেন? তা হ'লে ত এ সকল যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হ'ত না; হায়! একে বৎস অভিমন্যুর শোকে ব্যাধবিদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় জর্জ্জরিত আছি, তাতে আবার কুলরক্ষণ পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সহকারী স্বজনগণের বিনাশ শ্রবণ কর্ত্তে হলো? অহো কি পরিতাপ! হা বৎসগণ! এই নরাধম যুধিষ্ঠির আর কি তোমাদের চন্দ্রানন দর্শনে অধিকারী হবে না? আর কি তোমাদের অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক সুতস্পর্শ-রসজ্ঞতা লাভ কর্ত্তে পারবে না? আর কি তোমাদের বদন-

বিনিঃসৃত বাক্যবারি পান ক'রে হতভাগ্যের সন্তাপিত হৃদয় শীতল হ'বে না। হায়! তবে আর দেহধারণে প্রয়োজন কি? এ দেহ জলে বা অনলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। হাঃ! (মূর্চ্ছা)।

পাণ্ডবচতুষ্টয়ে। হা দ্রুপদবালে! আমরা তোমার কোমল হৃদয়ে পুত্রশোক-শেল প্রহার কর্লে‍ম? হা পুত্রগণ! তোমরা কোথায় রইলে?—(সকলের মূর্চ্ছা)।

যুধিষ্ঠির। (মূর্চ্ছাপগমে) হায়! এ কি, ভ্রাতৃচতুষ্টয় মূর্চ্ছিত; (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া) অহো আবার দ্রুপদ-কুমারীও মূর্চ্ছিতা! হা কি সর্ব্বনাশ! (পুনর্ম্মূর্চ্ছা)।

(কিয়ৎকালান্তে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ-অঙ্গে হস্তার্পণপূর্ব্বক)।

ভ্রাতৃগণ! গাত্রোত্থান কর, এক বার দেখ, পুত্র ও ভ্রাতৃ-বিয়োগবিধুরা দ্রুপদবালা করিপদবিদলিত ব্রততীর ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিতা হয়েছেন।

রাগিণী খট্ ভৈরবী—তাল কাওয়ালী ঠেকা।

উঠ, উঠ, উঠ, ভ্রাতৃগণ; কর নিরীক্ষণ। দেখিতে না পারি হৃদি হয় বিদারণ॥
যে আমাদের প্রাণাধিকা, সেই দ্রুপদবালিকা, দেখ দুঃখে জ্ঞানশূন্য ভায়,
নয়নসলিলস্রোতে ভাসিতেছে চাঁদবদন। আহা মরি মরি মরি, আলুলায়িত
কবরী, রাজকুমারী পতিতা ধরায়; করিপদবিদলিত হায় ব্রততী যেমন॥

পাণ্ডবচতুষ্টয়। (চৈতন্য লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া) মহারাজ! আমাদের কি হলো;

(সকলের রোদন)

দ্রৌপ। (সম্বিৎ প্রাপ্তে যুধিষ্ঠিরের চরণ ধারণ করিয়া) নাথ-আমার প্রাণসম পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কোথায় রৈল? জীবিতেশ! আর সইতে পারি না, প্রাণ যায়; প্রাণ যায়!

(ক্রন্দন)

যুধি। প্রিয়ে!—তোমায় আর কি বলে সান্ত্বনা কর্ব্ব।

(কপোললগ্ন করে রোদন।)

দ্রৌপ। (সরোদনে) হৃদয়বল্লভ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল; আমি কি দুঃখভোগের নিমিত্তই ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলাম? নাথ! বিধি বুঝি আমায় সমগ্র ধরার দুঃখরাশি ভোগ করাইবার জন্যই সৃজন করেছিলেন। হায়! আমি যে দিনেকের নিমিত্তও কোন সুখের সুখী হ'তে পেলাম না! কেবল দুঃখে দুঃখেই জীবন যাপন কর্ত্তে হলো। প্রাণনাথ! অবলা কুলবালার হৃদয়ে কি এত জ্বালা সহ্য হয়? হায়! যখন স্বয়ম্বরস্থলে অসংখ্য রাজগণ আমার জন্য তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করেছিল, তখন তাদের সুভীষণ শরানলে, অথবা যখন কৌরবসভায় দুষ্ট দুঃশাসন আমায় একবস্ত্রপরিধানা আনিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বিবস্ত্রা করেছিল, তখন সেই অলৌকিক অপমানানলে কেন ভস্মীভূত হলেম না! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হা! এ অদৃষ্টে যদি তাই হ'বে; তবে আর পুত্র, পিতা ও সহোদর ইত্যাদি বান্ধবগণের বিনাশ কে দেখ্‌বে! বিধি ত এ সকল দেখাইবার জন্যই আমায় সৃজন করেছিলেন। তবে আর মৃত্যু হবে কেন? পোড়া মৃত্যুও হতভাগিনীকে পাসরণ করেছে। (রোদন)

যুধি। (রোদন সম্বরণপূর্ব্বক) প্রিয়ে! তোমায় কি বল্‌ব; আর যে কিছু বলবার নাই; তথাচ নিষ্ঠুরের ন্যায় বলি এক বার রোদনে বিরতা হও। প্রাণাধিকে! তুমি যে আমাদের সহায় সম্পদ ও একমাত্র আশ্রয়তরুস্বরূপা; আমরা পঞ্চ ভ্রাতায় তোমার শীতল ছায়ায় বিশ্রাম ক'রে সকল দুঃখ বিস্মৃত

হই। প্রিয়তমে! তুমি আজ একান্ত বিহ্বলা হ'লে আমরা আর কিরূপে ধৈর্য্যধারণ কর্ব্ব? হায় হায়! যার বিকসিত কমলানন সন্দর্শন করে অসহ্য বনবাসক্লেশ সহ্য করেছিলাম, তাহাতে অণুমাত্রও দুখানুভব হ'ত না, আজ তার মুখচন্দ্রমা শোক-রাহুগ্রস্ত দেখে' এই দুঃসহ বিষাদসাগর হ'তে কিরূপে আত্ম-রক্ষণে সমর্থ হ'ব? (দ্রৌপদীর হস্তধারণ করিয়া) হে সুকেশি! আর রোদন ক'র না; উঠ, সেই শিবিরমধ্যে গমন করি। ভ্রাতৃগণ! আর বৃথা বিলাপে ফল কি। চল, এই অত্যাহিত ঘটনা কত দূর সত্য ঘটেছে, তা শিবিরে গমন ক'রে দেখি যদি কেহ দুষ্টের কিঞ্চিদূন অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষুবৎ পতিত থাকে, তা হ'লে তাকে সেবা সুশ্রূষা দ্বারা জীবিত কর্ত্তে পার্ব্ব।

ভ্রাতৃচতুষ্টয়। (নয়নাশ্রু মোচন করিতে করিতে) মহারাজ! তাই চলুন।

দ্রৌপ। নাথ! আর শিবিরে গমন কর্ব্ব কি জন্য? হতভাগিনীর হৃদয়পাদপে যে সকল সুকুসুম প্রস্ফুটিত ছিল, সুনিদয় শমন ত সব হরণ ক'রে নিয়েছে। তবে আর শিবিরে গিয়া কি কর্ব্ব? হা নাথ! আমি কি সেই বৃন্তচ্যুত ও দিবা-করকরপীড়িত বিশুষ্ক পলাশ কুসুমের ন্যায় হত পুত্র ও ভ্রাতৃ-মুণ্ড দর্শন কর্ত্তে যাব? তা যাব না; আমি এই খানেই জীবন পরিত্যাগ কর্ব্ব।

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

জীবনে জীবন নাথ দিব জীবন বিসর্জ্জন। যাইয়া শিবিরে আর বল কি বা প্রয়োজন॥

মম হৃদি তরুস্থিত, যে সকল বিকসিত, ছিল সুকুসুম সে ত, বিধি করেছে হরণ। বৃক্ষচ্যুত পুষ্প যেন, তপনতাপে মলিন, তেমতি কি পুত্র-ভ্রাতাগণে করিব দর্শন।

যুধি। প্রিয়ে! চল, আর শোকসিন্ধু স্ফীত ক'র না। তা সবিশেষ না জেনে ভাবি আশঙ্কা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করা ভবাদৃশ কামিনীর উচিত নয়। সুশীলে! তুমি যদ্যপি এরূপ শোকাকুলিতা হ'বে, তবে সামান্যা স্ত্রী-জনে আর কি কর্ব্বে?

দ্রৌপ। (ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তবে চলুন।

(শিবিরাভিমুখে সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দৃশ্য—পাণ্ডবশিবির।

(ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও দ্রৌপদী সহিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ।)

যুধি। (আপন পুত্র প্রভৃতিরে দর্শন করিয়া) হা কঠিন প্রাণ! অবশেষে কি এই সকল দেখ্‌তে হ'ল!- (পতন ও মূর্চ্ছা)

দ্রৌপ। (ভ্রাতা ও পুত্রগণের মৃত কলেবর দর্শন করিয়া) হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! বৎসগণ ভূতলে লুণ্ঠিত হতেছ কেন? উঠ, এক বার চাঁদবদনে মা ব'লে ডাক, উঠ—উঠ—ডাক—ডাক; দুঃখিনীর শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল হউক।

পুত্রগণ! তোমরা যে আমার নয়নতারা ও জীবনের জীবন: আমি জীবন ও তারা-হারা হ'য়ে কিরূপে জীবনবিহীন প্রাণকে রক্ষা কর্ব্ব? বরং সলিলবাসিগণ সলিল এবং কাকোদর মণি-হীন হয়ে জীবিত থাক্তে পারে, আমি যে তোমাদের বিহনে মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে সক্ষমা নই। মাতৃবৎসল বৎসগণ! তোমাদের এ অবস্থা যে আর হতভাগিনী মার প্রাণে সহ্য হয় না। হায় হায়! কি জন্য পঞ্চ ভ্রাতায় এককালে ধূলি ধূসরিত হয়েছ? আমি বারম্বার ডাক্‌লেও যে উত্তর দিতেছ না? দুখিনীর আনন্দবর্দ্ধনগণ! প্রবল ক্ষুধায় ক্ষুধিত হ'যে কি অভিমানবশতঃ ধরাশয্যায় শয়ন করেছ? এক বার উঠ: আমি তোমাদের শরদিন্দুনিন্দিতাননে মনোসাধে স্তন্যক্ষীর প্রদান করি। (পঞ্চ পুত্রের মস্তকহীন দেহ ক্রোড়ে লইয়া।) হা হত বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? হায়! তুমি আমার হৃদয়সরসীর কুবলয় সকল হরণ ক'রে কি আনন্দ অনুভব কর্লে? অবলার সবল প্রাণে যন্ত্রণা প্রদান ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল। সুনিদয়! তুমি আমায় পঞ্চ নিধি প্রদান ক'রে যে পুনর্ব্বার হরণ কর্ব্বে, তা কে জান্‌ত? হায়! যদি জান্‌তাম যে তুমি দত্তাপহারী, তা হলে জীবনসর্ব্বস্ব অমূল্য-নিধিগুলিকে হৃদয়মন্দিরে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তাম, কদাচই তোমায় তথায় প্রবেশ কর্ত্তে দিতাম না। হে নির্দ্দয়স্বভাব! তোমার কি এই কার্য্য? তুমি কি অগ্রে অমূল্য রত্ন প্রদানে কোমলপ্রাণা অবলাদিগকে প্রলোভিতা ক'রে পরিশেষে তাহা-দের চিত্তকাননে শোকানল প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক প্রদত্ত রত্ন হরণ ক'রে লও। (বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে) হা ভ্রাতৃগণ! এক

বার গা তোল, তোমাদের প্রিয় ভগিনীর প্রতি কি তোমরাও নিষ্ঠুর হয়েছ ; হা পিতৃকুলভূষণদ্বয়! তোমরা যে আমায় প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাস্‌তে ; এক্ষণে কেন মর্ম্মবিদারক রোদনধ্বনি শ্রবণ করেও উত্তর দিতেছ না। ভ্রাতৃদ্বয়! এই চির দুঃখিনীকে ভালবেসে অপার সমরসাগর হতে উত্তীর্ণ হয়ে, অবশেষে গোষ্পদবারিতে কি জীবন বিসর্জ্জন দিলে? হায় কি সর্ব্বনাশ! হা পিতঃ দ্রুপদরাজ! তুমি কোথায় রহিলে? তাত! সর্ব্বনাশিনী দ্রৌপদী হ'তে আজ তোমার বিপুল বংশ ধ্বংস হল। (রোদন।)

ভীম। (বারিবিগলিতনয়নে) হায়! এ কি; প্রাণাধিক পুত্র আমার কেন ধরাতলে পতিত রয়েছে হা পুত্র! কে তোমায় কঞ্জবিহীন মৃণালের ন্যায় বিগতশোভ করেছে? জীবনধন! আজ কোন্ হতভাগ্যের জীবন ভার বোধ হয়েছে? কোন্ মৃত্যুবাসনাকারী ব্যক্তি আজ গিরিগুহাশায়ী নিদ্রিত সিংহের মস্তকে পদ প্রহার করেছে? কোন দুর্ব্বিনীত আজ মদমত্ত মাতঙ্গের বারণী অনুগমনের পথ অবরোধ করেছে? দুর্ব্বৃত্ত অশ্বত্থামা? অহো! সে কি জানে না যে, এই ভীষণ ব্যাপারে কৃতান্তসদৃশ ভীমের হস্ত হ'তে কখনই তা'র পরিত্রাণের উপায় নাই। (ক্ষণেক রোদন করিয়া,) হায়! আমি কি কর্ল্লাম—প্রাণসর্ব্বস্ব পুত্রধনে কোথায় বিদায় দিলাম? ধিক্, আমার বীরত্বে ধিক্, আমার জীবনে ধিক্; আর এই যে শৈলশৃঙ্গবৎ শত্রুশোণিতপায়ী লৌহপরিঘ ধারণ করি, ইহাকেও ধিক্। হায়! আমি জগদ্বিখ্যাত মহাবীর হ'য়ে সামান্য কাপুরুষের ন্যায় আপন পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ল্লেম না! এখন কি

করি, প্রাণ যে ক্রমেই অধীর হতেছে; অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হ'তেছে! হা বৎস! এক বার গা তোল, আর তোমার শাল তরুর ন্যায় সুদীর্ঘ দেহ রুধিরসংযোগে লোহিত ও ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত দেখ্‌তে পারি না। হৃদয়বঞ্জন! আমি তোমার হতভাগ্য পিতা এসেছি, এক বার পিতা বলে সম্ভাষণ কর। তোমার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত বাক্যসুধা বর্ষণ হ'য়ে আমার দগ্ধ হৃদয় শীতল করুক।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

পুত্র কর শীতল, বাক্যসুধা বরিষণে হৃদয়ানল ॥
উঠ হৃদয়রঞ্জন, ত্যজ পুত্র ধরাসন, ক'বে তোমায় দরশন, প্রাণ বিকল।
উহুঃ উহুঃ মরি মরি, এ যাতনা সৈতে নারি, ভাগ্যে এই কি ছিল মরি, হায় কি হ'ল ॥

অর্জ্জু। হায় কি হয়েছে! মদীয় হৃদয়বৃন্তের সুকুসুমটী কেন আজ্ বৃন্তচ্যুত হ'য়ে ভূতলশায়ী রয়েছে? হায়! এ কি, এ যে দর্শন করে প্রাণ বহির্গত হয়। হা বৎস! তুমি কেন কূট-বিরহিত হিমাদ্রির ন্যায় পতিত আছ? এক বার গাত্রোত্থান কর, আর তোমার কোমল কলেবর ধূলায় লুণ্ঠিত দেখ্‌তে পারি না। জীবনধন! তুমি যে আমার সর্ব্বস্বধন ও হৃদয়রতন, আমি তোমা বিহনে কেমনে প্রাণ ধারণ কর্ব্ব? পুত্র! বারি-হীন মরুভূমিতে তপনতাপিত ব্যক্তি কত ক্ষণ জীবিত থাক্‌তে পারে। (অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া) হা আমার অদৃষ্টে এই ছিল, অবশেষে পুত্রশোকানলে জীবনাবশেষ হল! হায়! আমি কি এই জন্য দুর্দ্দান্ত কালকেয়গণকে নিপাত ক'রে সুর-বৃন্দের সন্তোষ সাধন করেছিলাম! এই জন্য কি খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ

ক'রে স্বাহানাথের স্পৃহা পূর্ণ করেছিলাম! এই জন্য কি হিমা-চলোপরি ভগবান্ পশুপতিকে পরিতুষ্ট ক'রে পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করেছিলাম! আমি কি এই জন্য সব্যসাচী নামে অভিহিত হয়েছি! এই জন্য কি অমরেন্দ্রের কুলিশাধিক গাণ্ডীব ধারণ করেছি! এবং এই জন্যই কি আমি সমরে অসংখ্য কুরুসৈন্য সংহার করেছি! হায়! সেই রণস্থলে কেন আমার মৃত্যু হ'ল না! যখন বৎস অভিমন্যুর বিরহশেল আমার হৃদয়মধ্যে প্রহা-রিত হ'ল, তখন কেন হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল না। তা হ'লে ত আর এ সকল যন্ত্রণা আমায় সৈতে হ'ত না। হা হৃদয়! তুমি কি লৌহ অপেক্ষাও অধিকতর কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হয়েছ? হা ধিক্! তোমায় শত ধিক্!! আমার শূরত্বে ধিক! আমি যে মহাবীর ব'লে জগদ্বিখ্যাত হয়েছি, আমার সেই বিশ্ববিশ্রুত নামেও ধিক্! আর এই যে অরাতিনিপাতন গাণ্ডীবায়ুধ ধারণ করি, ইহাকেও ধিক্। (মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া) হা হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন। হা কুরুকুলভূষণ! হা জীবনের জীবন! আমি আর কি তোমার বদনবিনির্গত "পিতা" বাক্য শ্রবণ ক'রে সুখনীরে সন্তরণ কর্ত্তে পাব না? আর কি তোমার পূর্ণেন্দুসদৃশ বিমলানন সন্দর্শন ক'রে মদীয় নয়নচকোর অতুলানন্দ অনুভব কর্ব্বে না? আর কি তোমায় পুত্র ব'লে ক্রোড়ে লয়ে সকল দুঃখ বিস্মৃত হ'ব না, নয়নতারা! তুমি কি যথার্থই আমায় পরিত্যাগ ক'রে জীবন-লীলা সমাপন কল্লে? হা কি পরিতাপ! (বাষ্পবারি বিস-র্জ্জন করিতে করিতে) হা দুষ্টের কি দুরভিসন্ধি! পাপাত্মা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে কি সর্ব্বনাশই সমুৎপন্ন করেছে। রে দুর্ব্বৃত্ত অশ্বত্থাম! তোর প্রস্তরময় হৃদয়ে কি আদৌ স্নেহ-

বীজের অঙ্কুর হয় না? দুরাত্মন্। তুই কি কল্লি? তোর মনে কি এই ছিল? হায়! তুই আজ শৃগাল হ'য়ে শূন্য গুহা দর্শনে নিঃসহায় সিংহশিশুকে বিনাশ কল্লি। রে পামর! আজ কি তোর শমনভবনে গমনাভিলাষ প্রবল হয়েছে? তোর কি আজ প্রাণবায়ু ওষ্ঠদেশে উপস্থিত হয়েছে? তুই কি তজ্জন্যই আশী-বিষ ভুজঙ্গমকে মস্তকোপরি ধারণ করেছিস্? নরাধম! তুই এমন মনে করিস্ না যে, "আমি সিংহশিশু সংহার ক'রে পরিত্রাণ লাভ কল্লেম"। দুষ্টবুদ্ধে! যত ক্ষণ এই মলবাহী শরীরে রক্তসঞ্চার হ'বে, যত ক্ষণ এই শক্রধনুঃসদৃশ গাণ্ডীবায়ুধ আমার হস্তে দেদীপ্যমান থাক্‌বে, যত ক্ষণ এই চিরবিশ্বস্ত তরবার-ফলক আমার কটিদেশে দোদুল্যমান থাক্‌বে, আর যত ক্ষণ এই শোকসন্তপ্ত হৃদয় অপত্যশোকানলে না ভস্মীভূত হ'বে, তত ক্ষণ তোর কোনরূপেই নিস্তার নাই। দুষ্ট! তুই যদি জীবনভয়ে ভগবান্ শূলপাণি ও সুরেশ্বর শচীনাথের শরণ নিস্, তথাপি এই ত্রিলোকবিজয়ী কৃষ্ণসখা কৌন্তেয়ের হস্ত হ'তে তোরে কখনই তাঁরা রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বেন না। (ক্ষণেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক) পুত্র! এক বার উঠ, আর যে সহ্য হয় না; বাপধন! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয় বাপ! উঠবে না? উঠবেনা? তুমি কি আমায় নিশ্চয়ই পরি-ত্যাগ কল্লে? হা পুত্র! তুমি কোথায় গেলে?

(স্তম্ভিতভাবে স্থিতি)

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণাধিক মম হৃদয়-রতন। দেখিতে না পারি আর তোমার এ ধবাসন॥

হা পুত্র কুলভূষণ, উঠ নয়ন-রঞ্জন, পিতা ব'লে সুখানল, কর শীতল প্রাণধন।
হায় আমি কি করিলাম, তোমা ধনে হারাইলাম, মরি মরি গেলাম গেলাম,
ভাগ্যে ছিল এই লিখন ॥

নকু। হায় কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! প্রাণাধিক পুত্র আমার কেন মস্তকহীন কবন্ধের ন্যায় হয়েছে!!! হা পুত্র! তুমি কেন আজ কাণ্ড-বিরহিত শালস্তম্ভের ন্যায় পতিত রয়েছ? জীবনসর্ব্বস্ব! উঠ, এক বার আমায় পিতা ব'লে সম্ভাষণ কর, আমি যে আর তোমার এ অবস্থা দেখ্‌তে পারি না। হৃদয়-রতন! আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়:—হায় উঠ্‌লে না? আমার বাক্য রাখ্‌লে না? প্রিয় বৎস! তুমি একবারেই কি এত নিষ্ঠুর হ'লে? হায়! কি হল!—(রোদন)।

সহ। (স্বীয় পুত্র দর্শনে শোকাকুল হইয়া) হা আনন্দ-বর্দ্ধন! হা অন্ধের নয়ন! হা হতভাগ্যের দেহের জীবন! তুমি আজ নিরানন্দে ভূপৃষ্ঠে পতিত রয়েছ কেন? বৎস! গাত্রোত্থান কর, আমি আর যে তোমার বিয়োগযাতনা সহ্য কর্ত্তে পারি না। হায়! এ যে আমার পক্ষে একান্ত অসহনীয়; জীবনাধিক! এক বার মদীয় ক্রোড়মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক পিতা ব'লে আমায় সম্বোধন কর;—তোমার সুমধুর স্বর শ্রবণ ক'রে সন্তাপিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করি। হায়! এত যে কাতর স্বরে ডাক্‌ছি, তথাপি নিরুত্তর রহিলে? প্রাণাধিক! উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার উত্তর না পেয়ে আমার প্রাণ বিকল হচ্ছে। পুত্র! তুমি কি সত্য সত্যই আমায় পরিত্যাগ ক'রে এই ভূতধাত্রী পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কল্লে? হায় কি পরিতাপ!

(করে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন)।

যুধি। (মূর্চ্ছাপনয়নে) হা কি দুর্দ্দৈব!! বৎসগণ! তোমরা এই নরকুলাধম যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গেলে;—কৃষ্ণার জীবনধনগণ! তোমাদের সুবর্ণাধিক কান্তি কেন লৌহকান্তিবৎ মলিন হয়েছে। হায়! উঠ, এক বার আমার সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হও। বৎসগণ! এ কি তোমাদের শয়িত হবার উপযুক্ত শয্যা? হায়! যে অঙ্গ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল-বকপক্ষাচ্ছাদি সুখকর শয্যায় শয়ন ক'রেও সম্যক্ পরিতৃপ্তিলাভ কর্ত্ত না, সে অঙ্গ আজ রজোরাশিতে লুণ্ঠিত হ'তেছে কেন? তাত সকল নরনামের কলঙ্ককারী ও পৃথিবীর ঘৃণাস্পদ এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের প্রতি কি তোমরাও ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হ'লে? হায়! আমি তোমাদের বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ কর্ব্ব? পুত্রগণ! তোমাদের সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ কল্লে, যে,আমার হৃদয় উৎফুল্ল হ'ত, মন অপার আনন্দ অনুভব কর্ত্ত, ভুজযুগল অঙ্গ বেষ্টন করিবার জন্য, কানন-জাত নবলতিকা যেমন সন্নিহিত তরুকে আলিঙ্গনাভিপ্রায়ে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে, তদ্রূপ আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্ত,—অধর বদনচুম্বন-লালসায় সলিলশোভিনী পদ্মিনীর ঈষদনিলে বিকম্পিত হওয়ার ন্যায় কম্পমান হ'ত, তাতে আমি কতই আনন্দিত হ'তাম! হায় অদ্য কি আমার প্রাক্তনের গতি অনুসারে সেই সুখবারি প্রচণ্ড দুঃখ-রবিকরে বিশুষ্ক হ'ল!—(অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া) হা আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! এই কি আমার রাজ্যপ্রাপ্তির মাঙ্গলিক ক্রিয়া! আমি কি এই জন্যই পিতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে নিহনন ক'রে মহী-মেখলা বারিনিধির বীচিমালাবৎ ভীষণ দুস্তর সমর হ'তে উত্তীর্ণ

হলেম! হা বিধাতঃ! তুমি কি সংসারের দুঃখসমূহ সংগ্রহ ক'রেই মদীয় অদৃষ্টে সেই সকল লিপিবদ্ধ করেছ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হোঃ আমি কি ঘৃণার্হ! মাদৃশ আর্য্যকুলকলঙ্ক আর কে আছে;—হাঃ যে পবিত্র বংশের যশশ্চন্দ্রমার শীতল কিরণে জগৎ শীতল ও আলোকময় হয়েছিল, আজ দুর্ভগা আমা হ'তে সেই যশশ্চন্দ্র কলঙ্ক-রাহুগ্রস্ত, ও অযশঃ-তিমির পুনরাগত হ'য়ে সুবিমল কুল আবৃত হ'ল! হায়! আমি কি কল্লাম; প্রাণাধিক প্রিয় বৎসগণকে কোথায় বিদায় দিলাম? হা অমূল্য রত্নচয়! অবশেষে তোমাদের এ অবস্থা নিরয়গামী যুধিষ্ঠিরকে দর্শন কর্ত্তে হ'ল? হা কি অনির্ব্বচনীয় বিপৎপাত! (হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) হৃদয়! তুমি আর কি কর। ত্বরায় বিদীর্ণ হও; নয়ন! গাঢ় সংলগ্নে আর কি দেখ? হায়। তুমি কি নিষ্ঠুর, এখনও মুদিত হচ্ছ না? এখনও কি তোমার প্রধান বস্তু তারকাদ্বয় শোকশরে উৎপাটিত হয় নাই? অহো সময়-গুণে কি এই ক্ষত্রিয়াধম যুধিষ্ঠিরের নয়ন ও হৃদয় পর্য্যন্তও প্রস্তর বৎ কঠিন হয়েছে? হা কি দুরদৃষ্ট! (নয়নাশ্রু মোচন করিতে করিতে) হা জ্যেষ্ঠবৎসল ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দুরাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে অসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করেছ; কেশরীর ন্যায় বলবিক্রমশালী হ'য়ে সামান্য শত্রুরূপ শৃগাল-ভয়ে বৎসরেক দাসরূপে অজ্ঞাতে বাস করেছ; দেবতুল্য সুখ-ভোগী হ'য়েও শিলাতলে তৃণশয্যায় শয়ন ও কাননজাত ফল-মূলাদিদ্বারা জীবন যাপন করেছ। আর এই অনবদ্যাঙ্গী বর-বর্ণিনী সুভ্রু চারুভাষিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা কৃষ্ণা,—ইনি সতী নামের গৌরব রক্ষা ক'রে দেহছায়াবৎ আমাদের অনুগামিনী

হয়ে বিবিধ নিগ্রহ ও নানারূপ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সকল সহ্য করেছেন, অধিক কি, এই হতভাগ্যের নিমিত্ত পিতা, ভ্রাতা ও প্রাণসম পুত্র প্রভৃতি ধনেও বঞ্চিতা হলেন। অতএব আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে কৃষ্ণা সহ হস্তিনায় গমন কর। ভ্রাতৃগণ! আমি আর জনসমাজে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। হায়! এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতেছে, শরীরের গ্রন্থিসমূহ শিথিল হচ্ছে, অন্তরাত্মা অবসন্ন হয়ে যেন নিবিড় অন্ধকারে নিমগ্ন হতেছে। দুর্নিবার শোকানলে অন্তর দগ্ধ ও মোহ আমার চতুর্দ্দিক্ প্রাবৃত কর্ছে। আমি সমস্ত জগৎ শূন্য দেখ্‌ছি—আর প্রাণধারণে মুহূর্ত্তমাত্রও সমর্থ নই। অতএব বাক্য রাখ, তোমরা সকলে হস্তিনায় গমন ক'রে, রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হও। আমি অযশস্কর জীবনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই ঘৃণিত দেহভার হ'তে বিমুক্ত হই।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কি হলো কি হলো মরি বুঝি প্রাণ যায়। ভীষণ যাতনা আর সহিতে না পারি হায়॥

শুন প্রিয়ানুজগণ, রাখ রে মম বচন, লয়ে কৃষ্ণা জীবনধন, গমন কর হস্তিনায়। পালিবে রাজ্য যতনে, সুরক্ষিবে প্রজাগণে, যুধিষ্ঠির মলো বণে, এই বোল বলো মা'য়॥

ভীম। (বিনীতভাবে)। মহারাজ! এ কি বল্‌ছেন? আপনকার বাক্য শ্রবণে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। হায়! একে আমাদের পুত্রবিরহে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, তাতে আবার আপনার বাক্যরূপ ভীষণ শেলপ্রহার। রাজন্! এ সকল কি আমাদের প্রাণে সহ্য হয়?—আপনি অস্মদাদির একমাত্র অবল-

ম্বন। আপনি দেহ, আমরা ছায়াস্বরূপ; আপনি যথায় গমন বা যে কার্য্য করেন, আমরাও তদনুবর্ত্তী। যার যে ছায়া, সে তাহার অবশ্যই অনুসরণ করিয়া থাকে। হে কুলদীপক! আপনি কোথায় সান্ত্বনাবারি সেচনপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ানল শীতল কর্ব্বেন, তা না হ'য়ে বাক্যঘৃতের আহুতি দানে দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত কর্চ্ছেন। রাজন্! আমাদের এমন জ্ঞান কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আপনাকে প্রবোধ প্রদান করি;—আপনি দূরদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ; অতএব আপনার এরূপ শোকাভিমগ্ন হওয়া কি কর্ত্তব্য?—হে ভরতর্ষভ! আপনি ত সবিশেষ জানেন যে, সংসারের গতিই এইরূপ। আপন আপন কর্ম্মবশেই সংসারে জীবগণের যাতায়াত হচ্ছে। কেহই চিরস্থায়ী নয়—কিছুই চির স্থায়ী নয়। সকলই ফেনবৎ অচিরকাল স্থায়ী। জন্মিলেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে হ'বে, ইহা বিধাতার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবি ফল। যে চরাচর-আত্মা বিশ্ববিভাবন আপন অনন্ত শক্তিতে সৃজন, পালন ও নিহনন কর্চ্ছেন, সেই জগৎপাতা জগদীশ্বর যার অদৃষ্টে যাহা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা অবশ্যই ঘট্‌বে? তদন্যথাচরণে কেহই সমর্থ নহেন। তা মহারাজ! প্রত্যক্ষই দেখুন না কেন, আমাদের নিজের অবস্থার কিরূপ পরিণতি। মনে করুন্ ইতঃ-পূর্ব্বে আমাদের কি অবস্থা ছিল, এক্ষণেই বা কিরূপ; এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপ পরিবর্ত্ত ঘটনা হয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অতএব হে ভরতকুলভূষণ! আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা এই, আর বৃথা শোকাভিমগ্ন না হ'য়ে সংপ্রতি ধৈর্য্য ধারণ করুন্।

যুধি। (নয়নাশ্রু বিমোচন করিয়া) ভ্রাতঃ আমার যেন উপলনির্ম্মিত হৃদয় ব'লেই ধৈর্য্যাবলম্বন কল্লেম; প্রাণপ্রতিমা

দ্রুপদরাজবালাকে কিরূপে সান্ত্বনা কর্ব্ব ?

ভীম। অগ্রজ মহাশয়, রাজকুমারী ত আর নিতান্ত অবিচক্ষণা নন্ ;—তা অবশ্যই শান্ত হ'বেন।

যুধি। ভ্রাতঃ! তবে প্রিয়সীরে সান্ত্বনা কর।

ভীম। যে আজ্ঞা মহারাজ! (দ্রৌপদীর প্রতি) অয়ি অঞ্চিতভ্রু! মৃগমদলোচনে! আমার বাক্য রাখ। এই অনর্থকর শোকসিন্ধু হ'তে অশোক পুলিনের উত্তুঙ্গতলে অধিরোহণ কর। মহাপ্রাজ্ঞে! তোমায় আর অধিক কি বলে সান্ত্বনা কর্ব্ব। প্রাণাধিকে! তুমি ত সামান্য রমণীর ন্যায় অল্পবুদ্ধিবিশিষ্টা নও; তুমি বহুদর্শিনী ঋষিপত্নীবৎ পরম পণ্ডিতা। হে অপ্রমেয়গুণধারিণি, নিয়ত ভ্রাম্যমাণ কালচক্রের কার্য্যই যে এই, তা তুমি জান। কান্তে! এমন একটী দিনও দেখা যায় না, যে দিন জননী প্রাণাধিক পুত্রধনে কালকবলে অর্পণ ক'রে দুঃখনীরে সন্তরণ করেন না ; অবলা কুলকামিনী পতি-বঞ্চিতা হ'য়ে চিরদিনের তরে বৈধব্যানলে দগ্ধীভূতা হয় না ; এবং প্রাণতুল্যা হৃদয়েশ্বরী প্রণয়িনী বিনা প্রণয়ীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। অতএব এ সকলই সেই কারুণিক বিশ্বপিতার নির্ব্বন্ধ, এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নয়। প্রিয়ে! মূঢ়েরাই আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে শোকের আশ্রয় গ্রহণ করে ; বিজ্ঞ ও বীরপ্রস-বিনীরা কখন এরূপ করেন না। অতএব হে বরারোহে অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে ; এক্ষণে সকল দুঃখ দূরীভূত ক'রে শান্ত হও।

দ্রৌপ। নাথ! আপনি যা বল্‌চেন্ তা সর্ব্বৈব সত্য ; কিন্তু কি করি, মন যে কোন মতে ধৈর্য্য ধরে না।

ভীম। শুচিস্মিতে! মনকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কর।

দ্রৌপ। প্রাণবল্লভ! তা যেমন কল্লাম, কিন্তু, দুষ্ট অশ্বত্থামা যে আমার সর্ব্বনাশ ঘট্য়েছে, তার প্রতিফল কি হ'ল?

ভীম। মৃদুভাষিণি! দুরাচারকে কিরূপ প্রতিফল দিব, তুমিই বল।

দ্রৌপ! জীবীতেশ! দুষ্ট যেমন আমার হৃদয়সরসীর কুবলয় সকল হরণ ক'রে মৃণালমাত্র অবশিষ্ট রেখেছে, তদ্রূপ আপনি সেই পাপাত্মার শিরোমণি ছেদনপূর্ব্বক আমায় প্রদান করুন।

ভীম। প্রিয়ে! এ কোন্ কর্ম্ম। আমি এই দণ্ডেই তা সুসম্পন্ন কচ্ছি। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) রাজন্! সরলা রাজবালার প্রার্থনা বিষয়ে কি অনুমতি হয়।

যুধি। ভ্রাতঃ! দুষ্টের দমন জন্য এক্ষণেই গমন করা উচিত।

ভীম। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান)

কৃষ্ণ। হে সত্যনিষ্ঠ ভূপতে! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও মহাপ্রাজ্ঞ হ'য়ে কিরূপে এরূপ অন্যায় কার্য্যে অনুজ্ঞাপ্রদান কল্লেন? রাজন্! ভীমের ক্ষমতা কি যে, সেই পিতৃবিরহকাতর দুর্দ্ধর্ষ অশ্বত্থামাকে বিনাশ করে? যদি অজদ্বারা সিংহ, ভেকদ্বারা সর্প ও কর্কটদ্বারা নক্র নিহত হয়, তথাপি বৃকোদরদ্বারা অশ্বত্থামার কিছুই হবেনা। নৃপতে! আপনি কি জানেন্ না যে, সেই বীরচূড়ামণির বীরত্ব ত্রিজগতে অপরীক্ষিত নয়। একদা অশ্বত্থামা দ্বারকানগরে উপস্থিত হ'যে মদীয় সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, হে পীতবসন! আপনি আমার ব্রহ্মশির

অস্ত্র ল'য়ে আপনকার করস্থিত চক্র আমায় প্রদান করুন্। আমি শ্রুতমাত্রে চমৎকৃত হ'য়ে কি করি, আগত্যা, ব্রহ্মা ইন্দ্র শিবপ্রভৃতি যাহাকে ধারণ কর্ত্তে অক্ষম, সেই সর্ব্ববিনাশন চক্র প্রদান কল্লেম। বোধ হয়, দ্রৌণী তাহা অনায়াসে করস্থ কর্ত্তে পার্‌ত, কিন্তু মদীয় মায়াপ্রভাবে ধারণাশক্ত হ'য়ে স্বীয় ব্রহ্মশির লয়ে পলায়নপরায়ণ হ'ল। তা মহারাজ! সেই যে ব্রহ্মশির অস্ত্র, যাহা সর্ব্বদাই তার করতলে রয়েছে, দ্রৌণী সেই অস্ত্রপ্রভাবে ক্ষণমধ্যেই সমস্ত বিশ্বসংসার ভস্মীভূত কর্ত্তে পারে। অতএব তাহার প্রতিবিধানার্থ ভীমকে একা পাঠান কি আপনার উচিত হ'ল?

যুধি। (সশঙ্কচিত্তে) হে মধুসূদন! হে বিপদ্‌ভঞ্জন! হে পাণ্ডবজীবন! যদি তাই জানেন্, তবে ভীমের গমন-সময়ে কেন এ সকল কথা বল্লেন্ না? হায়! ভীম ত প্রস্থান-পর হয়েছে; এক্ষণে কি উপায় করি?

কৃষ্ণ। এক্ষণে উপায় আর কি? মহাবীর কিরীটীকে সঙ্গে ল'য়ে ভীমের অনুগমন করা যাউক।

যুধি। যা হ'ক্' তাই চলুন।

(শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদ্বয়ের প্রস্থান।)

(ক্ষণবিলম্বে অশ্বত্থামার শিরোমণি লইয়া পাণ্ডবত্রয় ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

ভীম। (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে! এই লও, তোমার প্রিত্যর্থে দুষ্টের শিরোমণি আনয়ন করেছি, গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দানুভব কর।

দ্রৌপ। (মণি গ্রহণপূর্ব্বক) নাথ! অপনার অনুগ্রহে আমি পরম সন্তোষ লাভ কল্লেম।

ভীম। প্রাণাধিকে! পত্নীর সুখ সম্পাদন করাই ত পতির কর্ত্তব্য কাজ।

দ্রৌপ। তা বটে, কিন্তু নাথ! ধর্ম্মরাজের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে।

ভীম। জীবিতেশি! তোমার যা অভিলাষ, তা ব্যক্ত কর, মহারাজ অবশ্যই তা পরিপূরণ কর্ব্বেন।

দ্রৌপদী। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) প্রাণবল্লভ! মধ্যম পাণ্ডব মহাশয় দুষ্টের শিরোমণি প্রদানপূর্ব্বক আমায় যেরূপ আপ্যায়িত কল্লেন, আপনি এইটী শিরোভূষণের সহিত ধারণ ক'রে অধিনীকে ততোধিক সুখশালিনী করুন্।

যুধি। চারুশীলে! তুমি যে সন্তুষ্ট হয়েছ, ইহা দর্শন ক'রেই আমার সকল দুঃখ দূরীভূত হ'ল। কান্তে, তোমার প্রার্থনা বিষয়ে আমি অবশ্য সম্মত হলেম; তা দাও, আমি উহা আদরের সহিত শিরোভূষণে ধারণ করি।

দ্রৌপদী। যে আজ্ঞা রাজন্, তবে এই লউন্।

(মণি প্রদান)

যুধি। (স্বীয় শিরোভূষণের সহিত মণি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) হে পতিতপাবন। যে দিবস প্রাণাধিক অভিমন্যুর নিধন হ'ল, সেই দিবস যেরূপ মায়াজাল বিস্তার করেছিলেন, এ বারেও কি সেই প্রকার ক'রে আমাকে স্থানান্তর নীত করেছিলেন?—ভগবন্! যদি তাই না হবে, তবে অশ্বত্থামার ক্ষমতা কি যে, সে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্ররাস্ত ক'রে এতদ্রূপ ভয়াবহ কার্য্য সম্পাদন করে।

কৃষ্ণ। মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহাবীর্য্যবান,

সে আপন বীর্য্যপ্রভা ও স্তুতি নতি সহকারে পার্থবৎ আশু তোষকে পরিতুষ্ট ক'রেই এতাদৃশ ভীষণ ব্যাপার সংঘটন কর্চ্ছে; নচেৎ কৈ কোথায় কবে একপ কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করেছে? রাজন্! আপনি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও ধীশক্তিসম্পন্ন, আপনাকে আর অধিক কি উপদেশ প্রদান কর্ব্ব —এ সকল দৈবকর্ত্তৃকই ঘ'টে থাকে। দেখুন, আমাকেও দৈববশতঃ কীটরূপ ধারণপূর্ব্বক শিলাখণ্ড ছিদ্র কর্ত্তে হয়েছিল। অতএব মূঢ় জনের ন্যায় শোকপরতন্ত্র হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ও মূঢ়চেতা, শোকমোহাদি তা'রেই আশ্রয় ক'রে থাকে; নির্ম্মল-স্বভাব শান্তশীল ব্যক্তির নিকট স্থানমাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব হে মহাবাহো! আর অনর্থক চিন্তাভিমগ্ন না হ'য়ে কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত চলুন, বিশ্রামাবাসে গমনপূর্ব্বক সকলে শান্তিসুখ অনুভব করা যাক্।

যুধি। (ভ্রাতৃগণের প্রতি) স্নেহাস্পদ অনুজগণ চল, আর অনর্থক শোক ও চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করায় কোন ফল নাই।

ভ্রাতৃসমূহ। যে আজ্ঞা মহারাজ! চলুন্।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY B. M. CHAKRAVARTI, AT THE B. P. M'S PRESS.
No. 22, Jhamapooker Lane, Calcutta.